

# বুলেট বনাম মেধা

ই-ম্যাগাজিন



এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব  
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ



## চিফ এডিটর মালিহা সানজানা পৃষ্ঠিতা

ভাইস প্রেসিডেন্ট, এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব



## ক্রিয়েটিভ ডি঱েন্টের এনামুল ইসলাম

জেনারেল মেম্বার, এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব



## অ্যাপ ডেভেলপার ফাহিম শাহরিয়ার

জয়েন্ট ইনোভেশন প্রজেক্ট সো-কেসিং সেক্রেটারি  
এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব



## সেকশন এডিটর শাফিন আহমেদ

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি  
এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব



## সেকশন এডিটর মোঃ মিল্লাত

এস্ট্যাট মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন সেক্রেটারি  
এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব



## সেকশন এডিটর মাহিয়ান পৃথা

মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন এক্সিকিউটিভ  
এন.ইউ.বি কম্পিউটার ক্লাব

সার্বিক সহযোগিতায় কম্পিউটার ক্লাবের এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা

# সূচি মন্ত্র



০১      গল্প

---

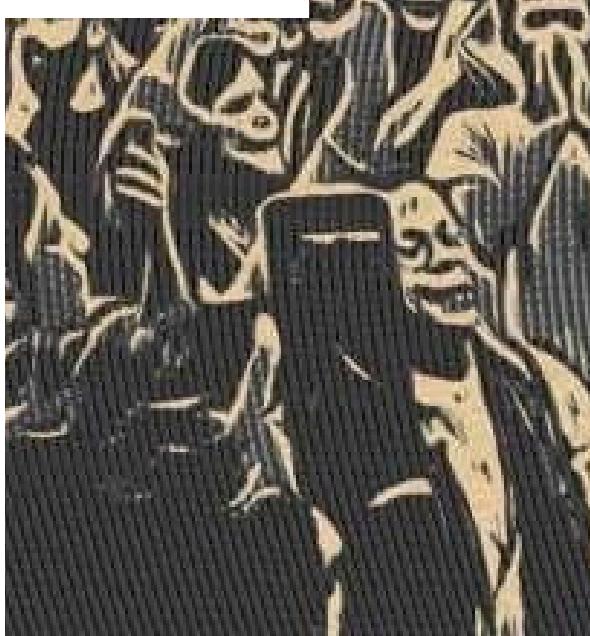
২৬      কবিতা

---

৩৪      গ্রাফিটি ও আর্ট

---

৪১      আনটোল্ড স্টোরি



গুরু



# ইন্দোকলাৰ জিনেবাদ

দুপুর দুইটায় জাভা পৱীক্ষা। এগারো টায় বাসা থেকে বের হলাম। আমাৰ বাসা থেকে ভাস্টিৰ দূৰত্ব ৩০ কিলোমিটাৰ। জি, ঠিকই শুনেছেন। ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পাড়ি দিয়ে প্ৰতিদিন ভাৰ্সিটি থেকে আসা যাওয়া হয়। মনে হয় জীৱনেৰ অৰ্ধেক সময় আমি বাসে বসেই পার কৱেছি। ঢাকা শহৰে ৩০ কিলোমিটাৰ রাস্তা পাড়ি দেওয়াৰ রোমাঞ্চ বড় বড় ভিডিও গেমেৰ স্টোৱিকেও হার মানাবে।

যাই হোক, প্ৰতিদিন দুই ঘণ্টা আগে বাসা থেকে বেৰ হই, আজকে তিন ঘণ্টা আগে বেৰ হলাম। পৱীক্ষা বলে কথা, একটু বেশি সতৰ্কতা তাই খুব জৰুৱী। রামপুৱা পৰ্যন্ত খুব সহজেই যাওয়া যায়। জ্যাম ছাড়া। এ যেনো সড়ক পথে বিমানেৰ ছোঁয়া। এৱেপৰ গাড়ি মানুষেৰ হাটাৰ গতিৰ চেয়েও ধীৱে চলে। প্ৰতিদিনেৰ মতো রামপুৱা থেকে নতুন বাজাৰ পৰ্যন্ত ধীৱে ধীৱে গাড়ি আসলো। নতুন বাজাৰেৰ পৱ থেকে গাড়ি আৱেকটু বেগ পায়। কিন্তু আজকে পেলো না। বেগ আৱ ত্বরণ শূন্য হয়ে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। ভাৰলাম নেমে পড়ি, কিন্তু নিউটনেৰ তত্ত্ব অনুযায়ী গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া আৱ জ্যাম ছাড়া পাওয়া সমানুপাতিক ভেবে আৱ নামলাম না। কিন্তু নিউটনেৰ প্ৰথম সূত্ৰ অনুযায়ী স্থিতিশীল বস্তু হিসেবেই এক জায়গাতেই গাড়ি দাঁড়িয়ে রইলো। বেগপ্ৰাণ্ট হলো না। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ইতোমধ্যে অনেক সময় হয়ে গেছে, জানিনা পৱীক্ষাৰ হলে আদৌ সময়মতো বসতে পারবো কিনা। আদৌ আজকে পৱীক্ষা দিতে পারবো কিনা। কাৱণ, হেঁটে যেতে হলেও অনেক সময় প্ৰয়োজন এবং প্ৰয়োজন অনেক শক্তি। যাব কোনোটাই আপাতত আমাৰ কাছে নেই। উপায়ন্তৰ না দেখে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু অনেক পথ বাকি, এভাৱে চলতে থাকলে আজকে আৱ পৱীক্ষা দেওয়া লাগবে না। দেখলাম সামনে লম্বা জ্যাম। কোনো কিছুই চলাৰ মতো জো নেই। জানতে পাৱলাম কোটা আন্দোলনেৰ উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড এবং নৰ্থ সাউথেৰ শিক্ষার্থীৰা রাস্তা আটকে রেখেছে। অবাক হলাম।

কোটা আন্দোলন যে চলমান এটা জানা ছিলো, কিছুদিন থেকেই ঢাকাৰ রাস্তায় রাস্তায় পাৰলিক বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ছলে-মেয়েৱাৰা রাকেড দিতো। কিন্তু প্ৰাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েৰ শিক্ষার্থীৰা যে এই আন্দোলনে নিজে থেকে যোগদান কৱবে তা আমাৰ কখনো ভ্ৰক্ষেপ হয় নি। সৱকাৱি চাকৱি আৱ প্ৰাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সাটিফিকেট পুৱেৱুৰি না হলেও নিৱানৰহই শতাংশ ব্যাস্তানুপাতিক। তাই কোটা আন্দোলনে তাদেৱকে দেখে অবাক না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু এগুলো ভেবে ভেবে অনেক দেৱি হয়ে যাচ্ছে। আশে পাশে রাইড শেয়াৱেৰ কাউকেও দেখতে পাচ্ছিনা যে বাইকে কৱে ফাঁকফোকৰ দিয়ে চলে যাবো। অন্যদিন হলে এতক্ষণে দশ বাৱো জন সামনে এসে হাজিৱ হতো আৱ জিজেস কৱতো, “ভাইয়েৰ বাইক লাগবে?”। আজকে কেউ আসছেও না, জিজ্ঞাসা কৱা তো সেখানে বিলাসীতা। হঠাৎ একজন মধ্যবয়স্ক লোক দেখলাম বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে নিজেই জিজেস কৱলাম, “আক্ষেল যাবেন?”।

উনি জিজেস কৱলো কোথায় যাবো? বললাম কাওলা রেইলগেট। কিন্তু রাস্তাৰ অবস্থা এতই খাৱাপ যে উনি বললো যে উনি অত দূৰ যেতে পাৱবে না। সৰ্বোচ্চ লা মেৰেডিয়ান। বললাম ঠিক আছে। নাই মামাৰ চেয়ে আপাতত কানা মামা ভালো। কিন্তু ভাড়া বললো দুইশ' টাকা। যেখানে প্ৰতিদিন বাসে স্টুডেন্ট ভাঁড়া দিই ৩০ টাকা, তাও বাইশ কিলোমিটাৰ রাস্তাৰ জন্য। সেখানে চার-সাড়ে চার কিলোমিটাৰ রাস্তাৰ জন্য দুইশ' টাকা দেওয়াৰ কথা শুনে থ' হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পকেটে দুটো একশ টাকাৱ নেট আৱ দুটো দশ টাকাৱ নেট চেয়ে আছে। কিন্তু এদিকে পৱীক্ষাৰ জন্য মাৱাত্মক দেৱি হয়ে গেলো। খুব সাহসে বললাম আক্ষেল দেড়শো টাকা দিতে পাৱবো। কিন্তু তিনি মানতে নারাজ। আমিও ব্যাটাৱি ছাড়া বোবটেৱ মতো ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এইদিকে উনি অন্য সাওয়াৱী খুঁজছেন। আৱেকটু ইতস্তত হয়ে বললাম যে আক্ষেল আমাৰ পৱীক্ষা দুইটায়, এই জন্য আসলে এত তাড়া।

তাছাড়া পকেটে বেশি টাকাও নেই। তা শোনার পর উনি বললো বাবা তুমি দেড়শো না আরো পঞ্চাশ টাকা কম দাও। কি জানি আল্লাহর কোন রহমত ওনার ওপর তখন বর্ষিত হলো তা আল্লাহই ভালো জানেন। এত ঘটনা হওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত পাঁচ মিনিট দেরিতে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করলাম। পরীক্ষা অন্য সবদিনের মতোই হলো। ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাভারেজ। এর পরের দিনও একটা পরীক্ষা আছে। তাই বাসায় না গিয়ে বন্ধু আরমানের বাসায় উঠলাম। পুরোদিনের ধকল শেষে অনেকটাই ক্লান্ত। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটু ফেইসবুক স্ক্রল করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখতে পাই আবু সাঈদ নামে রংপুরে একজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত। দেখেই অনেকক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে রইলাম। কেনো একজন নিরস্ত্র ছাত্রকে মেরে ফেলা হবে? তাও কোটা আন্দোলনের মতো এইরকম একটি অরাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য! মাথা গরম হয়ে গেলো। আবু সাঈদকে বলা হলো কোটা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। কিন্তু এই আন্দোলনের জন্য কেনো কাউকে শহীদ হতে হবে? মনে মনে ভাবলাম স্বৈরশাসকের কাছে মানুষ মারাটা আসলে বড় কিছু না। ওনারা রক্ত ভালোবাসে। দিতে নয়, নিতে। আস্তে আস্তে আরো খবর আসতে লাগলো। অমুক জায়গায় এত জন আহত, তমুক জায়গায় এতজন আটক। এইদিকে চারদিকে এত খারাপ খবরের সমারোহের কারণে আগামীকালের পরীক্ষার কথা ভুলে গেলাম। কিছু মাথায় চুকছে না। পড়ালেখার কথাও আপাতত হজম হচ্ছেন। রাতে আবু সাঈদকে হত্যা করার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেলো। যে ভিডিও দেখলাম তা দেখে সব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অশ্র বরাতে বাধ্য। আরমানের বাসায় আমি, আরমান আর হাসান তাই ছিলাম। আমরা তিনজনই ভিডিও দেখে আর সামলাতে পারি নাই নিজেদেরকে। এভাবে একজন নিরস্ত্র মানুষকে কিভাবে মানুষরূপী এই বহুরূপীরা মেরে ফেললো। তাও চার চারটা গুলি করে। কোনোভাবেই তা হজম হচ্ছিলো না। পরদিন পরীক্ষা দিলাম, তেমন একটা ভালো হলো না। মনটাও ভালো নেই। ভার্সিটির গ্রন্থে আগেরদিন রাত নোটিশ এলো যে আমরাও আজকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাত্ম পোষণ করে আন্দোলনে নামবো। পরীক্ষা শেষে ভার্সিটির গুরুজনেরা এসে বলে গেলো যে সোজা বাসায় চলে যেতে। কিন্তু এই তাগড়া জোয়ানরা কিভাবে বাসায় যেতে পারে যেখানে স্বৈরাচার সরকার তার দোসরদের দিয়ে নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের মেরে ফেলছে, আহত করছে, আটক করছে।

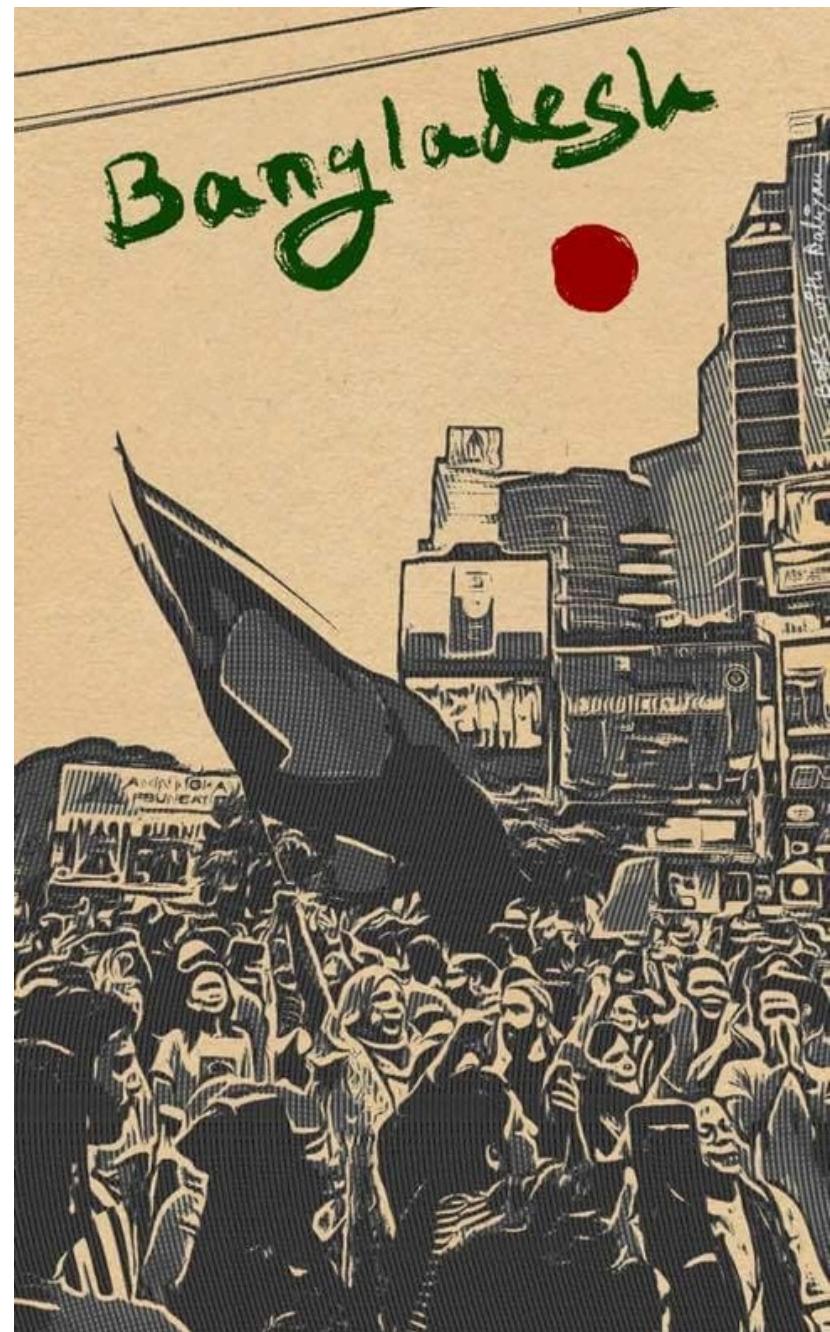
আমরা সবাই পরীক্ষা শেষে ভার্সিটি গেটে একত্র হলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারা সবাই জড়ে হলাম। কিছু বড়ভাই সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলো। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো ভার্সিটির ভেতর থেকে আমাদের আন্দোলন প্রাথমিক ভাবে শুরু হবে। এরপর আস্তে আস্তে আমরা কাওলা রেইলগেট হয়ে এয়ারপোর্ট রোড রুক করবো। কিন্তু কোনোভাবেই অথোরিটি আমাদের ভার্সিটির ভেতরে চুক্তে দিলো না। স্বৈরাচার তার পনেরো বছরের শাসনে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো, তারই প্রতিফলন ছিলো ভার্সিটির ভেতরে আন্দোলন করতে না দেওয়া। কিন্তু আমাদেরকে দমিয়ে রাখে কে! পুরো রাস্তা “তুমি কে, আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার-স্বৈরাচার” স্নোগানে মুখরিত করে আমরা এগিয়ে চললাম। স্বৈরাচারদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলেই দেশদ্রোহী বানিয়ে দেওয়া। এতদিন ধরে ওই সফলতার সাথেই শাসন চালিয়ে আসছিলো তারা। কিন্তু কথায় আছে রাখে আল্লাহ, মারে কে? আজ ওই দেশদ্রোহী বানিয়ে দেওয়া তীর তাদের বিরুদ্ধেই ছুঁড়ে মারা হলো। “তুমি কে, আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার-স্বৈরাচার”, “কোটা না মেধা? মেধা-মেধা”, “আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাই নাই” এমন স্নোগানে মুখরিত ছিলো চারদিক। এ যেনো আকাশে-বাতাসে বিপ্লবের ছোঁয়া। পনেরো বছরের আসের রাজত্বের বিরুদ্ধে আমরা এভাবে নেমে পড়বো কে ভেবেছিলো? অন্তত আমি কখনোই ভাবতে পারি নি। কাওলা রেলগেট পর্যন্ত যাওয়ার পরও মনে মনে ভাবছিলাম আমাদের দ্বারা কি এয়ারপোর্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রুক করা সম্ভব? তারওপর আমাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার মতো অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিলো না তখন। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভবের বিষয়বস্তু খুব কম। স্নোগান দিতে দিতে আমরা পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্ট থার্ড টার্মিনাল। বসে পড়লাম রাস্তায়, আর মনে মনে বললাম রাষ্ট্র সংস্কার হচ্ছে, সাময়িক অসুবিধার জন্য দুক্ষিত। আমাদের অধিকার আমাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে এক পরাশক্তি থেকে। আমরা আবু সাঈদের জন্য লড়েছি, আমরা ওয়াসিম, শাস্ত্রের জন্য লড়েছি। আমরা লড়েছি মুক্তির যাতে শান্তিতে পানি বিলি করতে পারে তার জন্য। এই ছিলো আমাদের বিপ্লবের শুরু। শেষ কিভাবে হয়েছে তা না হয় অন্য একদিন বলা যাবে। আপাতত আল্লাহ হাফেজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

# শ্রাবণের নির্মমতার খণ্টিএ

এ যেন এক অন্যরকম শ্রাবণ। শ্রাবণের তপ্ত রোদ, মেঘ শুন্য আকাশ। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই নীল আকাশ, প্রকৃতি নিথর, নিষ্ঠন। তখনো কেউ সুম থেকে উঠেনি। সদ্য সুম ভাঙা গলায় পাখিরা কিচির মিচির করে ডাকছে। সকালে সুম থেকে উঠে এমন দৃশ্য দেখতে কার না ভালো লাগে? আমার মিডটার্ম পরীক্ষা চলছে। প্রস্তুতি নিচে ক্যাম্পাসে যাবো। ১০:৩০ মিনিটে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। যথারীতি ক্যাম্পাসে গেলাম। বলে রাখা ভালো গত কয়েকদিন ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে বেশ সরব। তখনো আন্দোলন সর্বত্র ছড়ায়নি। পরীক্ষা দিয়ে বের হলাম, যথারীতি বন্ধুদের সাথে আড়তায় যোগ দিলাম, সেখানে নানা বিষয় আলোচনা হয় তার মধ্যে অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল কোর্টা সংস্কার আন্দোলন। আড়তা শেষে সবাই যে যার মত নিজেদের বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে সরকারের এক রোখা মনোভাব ও হীন আচরণের ফলে এই আন্দোলন দাবানলের মতো দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে, যেন এক রাসায়নিক বিস্ফোরণ। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে সেই আন্দোলন। ফলশ্রুতিতে সরকার দেশের সকল স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এরই মধ্যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা বাংলা ব্লকেট নামক কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই আন্দোলনের সাথে একাত্তৃতা ঘোষণা করে দেশের সকল শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এমনকি উপজেলা শহরে ও এই কর্মসূচির তাঁবুতা ছিল দেখার মতো। সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকল্পিত হয় শিক্ষার্থীদের স্লোগানে। বাংলার আকাশ যেন এক উন্মুক্ত মাইক্রোফোন, যেখানে উচ্চারিত হচ্ছে মুক্তি আর সাম্যের কথা। আমি নরসিংহদী থেকে ভেলানগর জেলখানার মোড়ে (বর্তমান শহীদ তাহমিদ চতুর) এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি।

শুরুতে আন্দোলনের ভয়াবহতা কম থাকলেও পরবর্তীতে পুলিশের লাঠিচার্জ টিয়ারশেল নিক্ষেপ একের পর এক ছরোঁ গুলি ছেঁড়ার বিকট আওয়াজ পুরো এলাকা জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। চারদিকে টিয়ারশেলের কালো ধোঁয়া আর গুলি করার শব্দ দেখে মনে হয় শ্রাবণের মেঘ শুন্য আকাশে আকাল বৈশাখের কালো মেঘ জমে আছে, আর চারদিকে বজ্রপাতের প্রকট আওয়াজ। চোখের সামনেই গুলিবিদ্ধ হলো ছেট কিশোর তাহমিদ। এই প্রথম দেখলাম শুধু বুলেট কিভাবে একটি তাজা প্রাণকে মুহূর্তেই চিরকালের জন্য নিঃশেষ করে দেয়। বহু অনুন্য -বিনয় করে ও শেষ রক্ষা হয়নি। বৈরাচারের মদদ পুষ্ট ঘাতকের থাবায় বাবে গেল একটি ফুটস্ট ফুল। যার সুভাষে সুভাষিত হতো চারদিক। ব্যুক্ত আকাশ-বাতাস, সুন্দর প্রকৃতি, শরতের কাশফুল, হেমন্তের অখণ্ড কৌমদি, বসন্তের চোখ জুড়ানো প্রকৃতি, বর্ষার বৃষ্টি, বিদ্যালয়ে না যাওয়ার বায়না আর মাঝের চোখ রাঙানো, বন্ধুদের সাথে দুষ্টুমি, পড়া না পাড়ার জন্য শিক্ষকের শাসানো, বিজয় মিছিলের আনন্দ, কিছুই বুঝি আর দেখা হলো না তাঁর। তাবতেই আবার ও বুলেটের বিকট শব্দে হঠাৎ আঁতকে উঠি। মুহূর্তেই অনুভব করলাম চোখ বলসে যাচ্ছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আর কিছুই দেখতে পারছিনা। হঠাৎ করে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে 'এই টিয়ারশেল মারছে, সবাই চোখে মুখে কাপড় চেপে ধর'। তৎক্ষণাত্মে সামনে কিছু না পেয়ে পরনে থাকা টি-শার্ট চোখে মুখে চেপে ধরি। তবুও এর প্রতিক্রিয়া যেন থামছে না। হঠাৎ করে পাশে থাকা এক মেয়ে চিংকার করে বলেছে 'গুলি, গুলি, ...। চোখ থেকে কাপড় সরাতে দেখতে পেলাম মেয়েটির ডান হাতের ওপরিভাগের হাড় বেদ করে গেছে নির্মম সেই আড়াই ইঞ্চির বুলেট। শ্রাবণের আকাশ সেদিন সিঙ্গ হলে ও আমার বোনের সেই রক্ত ছিল নির্বার। দোড়ে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেলাম। একদল তাকে নিয়ে ছুটছে হাসপাতালের দিকে।

আমি ভাবি এই একটা দেশকে বাঁচানোর জন্য, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সবাই কীভাবে ছুটছে এক মন এক প্রাণ হয়ে। অর্থাৎ কিছু দিন আগে ও তো তাদের মধ্যে কত বিভেদ আর পার্থক্য ছিল, কিন্তু দেখেন আজ দেশ যখন সংকটে সবাই কেমন এক হয়ে লড়ছে। এখনো মনে পড়ে কি বিভৎস আর ভয়ানক ছিল সেই দিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আহত হয় অনেকেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকলেও মুহূর্তেই চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এই খবর। কতক্ষণ পরপর মায়ের ফোন 'বাবা তুই কই'। মায়ের স্বরটা কেমন জানি একটু ভারী ও চাপা মনে হল। সেই কষ্ট শুনেই বুরোছিলাম, প্রিয়জনের জন্য স্বজনের উৎকর্ষ কেমন হয়। মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল সেই মায়েদের কথা যে মায়ের সন্তানেরা রাস্তায় অকাতরে জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে মুক্তি এবং সাম্যের সংগ্রামে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে মা কী পারবে আর কোন দিন তাকে জড়িয়ে ধরতে, আদর করে চুমু খেতে, টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে ছেলেকে ডাকতে, "খোকা খাবি আয় তোর পছন্দের খাবার রান্না করেছি, উৎকর্ষ নিয়ে বলতে পারবে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরবি, পছন্দের এক জোড়া জুতা কেনার বায়না কি শুনবে, সকাল সন্ধ্যায় শুনতে পাবে মা,,মা,,ডাকার শব্দ, সন্ধ্যা হলেই কী মা বলতে পারবে খোকা পড়তে বস? কাকে বলবে খোকা তো আর নেই। সে তো হারিয়ে গেছে, যেখান থেকে ফিরবে না কোন দিন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যার গোধূলিতে রাতিন হয়ে উঠা পশ্চিমা আকাশ যেন আমার ভাইয়ের রাতে রঞ্জিত পিচ ঢালা সড়কের প্রতিচ্ছবি বহন করে।



মহসিন মিয়া।  
আইডি:49240200440  
বাংলা বিভাগ (এনইউবি)  
প্রথম সেমিস্টার।  
প্রেক্ষাপট: জুলাইয়ের গণহত্যা।

# জুনাহিয়েত্ত ক্রান পর্যবেক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উপর অমানবিক নির্যাতন হলো। এগুলো দেখলে কি আর রাতে ঘুম হয়। কিভাবে পারে এভাবে মানুষের উপর নির্যাতন চালাতে। এই ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেলো। কখন ঘুমিয়ে গেছি খেয়াল নেই। ঘন্টা দু'এক ঘুমিয়েছি হয়তো সেদিন। সকালে উঠেই প্রথমেই ফেইসবুকে ঢুকি জানার জন্য নতুন কি কি হয়েছে গত দু'ঘন্টাতে। হঠাৎ ফেইসবুকে ঢুকে দেখি ঘোষণা এসেছে আজকেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গণআন্দোলন হবে। প্রতিদিনই হচ্ছে। প্রতিদিন না গেলেও বেশিরভাগ দিনগুলোতে গিয়েছি আন্দোলনে। মনে ভয় আর সাহসের খেলা। আজকের দিনটা একদম আলাদা। কিছু নিউজ ভেসে আসে আজকে নাকি আন্দোলন করতে দিবে না। এমন সময় প্রতিদিনের মতো বাসা থেকে কল ,পরিস্থিতি নিয়ে সাবধান থাকতে বললেন। তখনও আমার নাস্তা খাওয়া হয় নি। নাস্তা করে নিচে গেলাম কফির প্যাকেট আনতে। মাথাটা খুব ধরেছে। নিচ থেকে ২টা কফির প্যাকেট এনে একটা তখন খেয়ে নিলাম আর একটা রেখে দিলাম। আর নিউজ দেখতে থাকলাম কি হচ্ছে। আমার রুমেট বলে উঠলো আজকে যেতেই হবে। আমিও বললাম হ্যাঁ যেতেই হবে। আরো ২-৪টা ফ্রেন্ড আর বড়ভাইদের সাথে কথা হলো। উনারা বললেন উনারাও যাবেন এবং সবাই একসাথে থাকবো। আস্তে আস্তে ভয়টা সাহসে রূপ নিলো। তখনও বাসায় জানাই নি যে আন্দোলনে যাবো। জানলে বলবে যেন না যাই। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে বাসায় জানাবো না।

তটা বাজতে আর কিছু সময় বাকি। তখন আমার মনে কিছুটা ভয় কাজ করছিলো। রুমেটকে বললাম এমনও হতে পারে আমরা ফিরতে না পারি। হয়ত কেউ একজন ফিরবে। আমি যদি না ফিরি তাহলে আমার রেখে যাওয়া কফিটা খেয়ে নিস। আর অলি ভাই একটা চায়ের দাম পাবে উনাকে দিয়ে দিস। তখন আমার রুমেট আমাকে সাহস দিয়ে বললো কিছুই হবে না। আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি দু'জনে। সামনে আরো কয়েক জন বন্ধু আর বড়ভাই অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্যে। যাওয়ার সময় আমি মেসেঞ্জারে আমার এক বান্ধবীকে আমার বাসার নাম্বার দিয়ে যাই আর বলি যদি কিছু হয় তুই বাসায় জানবি। ও আমাকে বললো সাবধানে থাকিস। রাস্তা থেকে লাঠি নিলাম। কারন আগেই বলে দিয়েছে খালি হাতে যাওয়া যাবে না। ক্যাম্পাসের কাছাকাছি আসতেই সাহস আরো বেড়ে গেলো। শুধু আমি নই আমার মতো হাজার হাজার যোদ্ধা আজ নেমে এসেছে রাজপথে। কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ হাজর ছাত্রছাত্রী হবে। এত লোক কখন আমি আগে দেখি নি। এতলোক দেখলে কেই বা আমাদের উপর হাত তুলার সাহস পাবে। আমরা সংগ্রামী যোদ্ধার মতো ক্যাম্পাসে মিছিল দিলাম। কেউ আমাদের দিকে ফুলের টুকা দেওয়ারও সাহস পায় নি। বিনা রক্তপাতে ঐদিনটা ছিলো আমাদের। সন্ধ্যায় রুমে এসে সেই রেখে যাওয়া কফিটা বিজয়ীর বেশে খেলাম।

নাম: মো: মোসাবীর হোসেন  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়  
কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং  
বর্ষ: ২য়  
সেমিস্টার: ১ম

# আলিমত মাতম

২০১৩ সালের ৫ই মে হেফাজত ইসলামের আন্দোলনে বাবা যোগ দেন, সেদিন এর পর বাবা আর ফিরে আসেনি। বাবা আমাদের খুব ভালোবাসতেন আর প্রায়শই বলতেন জীবনে যাই হোক না কেনো কখনো সত্ত্বের বিরোধিতা করবি না, জালিমের অন্তর্ভুক্ত হবি না, সাহায্যও করবি না এর জন্য যদি তোর জীবন দিতে হয় তাহলে দিবি। কথা গুলো বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পরে আসাদ। বুকের ভেতর জমানো ব্যাথা আর হাহাকার যেন আসাদকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। তার সব চেয়ে কাছের বন্ধু রাহাত তাকে শক্তি করে ধরে বললো এবার তোর পালা, বদলা নেওয়ার দিন চলে এসেছে। দেখেছিস শুধু আমরা আমাদের ন্যায় অধিকার চেয়েছিলাম এজন্য পেলাম রাজাকার উপাধি, চেতের মধ্যে টিয়ারশেল, আর মাথায় বুকে সর্বাঙ্গে গুলির উৎপাত। দিনের পর দিন ছাত্রলীগদের অত্যাচার, চাঁদাবাজি, পড়ালেখা বাদ দিয়ে অসময়ে প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম, রাত বিরাতে ডেকে নিয়ে ম্যানার্স শিখানো। এসব কোনো সুস্থ মন্তিক্ষের মানুষদের কাজ না। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে পোষ্ট দেখেবি "আজ থেকে বাংলাদেশ ইতিয়ার ২৯তম অঙ্গরাজ্য"। সেদিন এই দেশের মানুষ বুঝাবে কেন সত্যি কথা বলার জন্য আর বাক স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করার জন্য আবরার ফাহাদ শহীদ হয়েছিল। তাই বলছি এখনই সেই সময় সব শোধ করার। ছাত্রলীগেরা আজকে লাঠি দিয়ে তোর পায়ে আঘাত দিয়েছে তাদেরকে তুই দেখিয়ে দে

"ওরা যদি হয় শাহবাগী তাহলে তুই শাপলা চতুরের ছেলে"।  
 পারবি না আসাদ পারবি না বলতে?? রাহাতের কথা গুলো এতক্ষণ আসাদ নির্বাক হয়ে শুনছিল। রাহাত,,, এটা কি সেই রাহাত যে কিনা চুপিসারে ক্লাসে আসে নোট করে আবার পালিয়ে যায়। অত্যাচার, লালসা, ক্ষমতার লোভে যারা তাকে মাথা নত করাতে চায়, বশ্যতা স্বীকার করতে যারা বাধ্য করে শুধু তাদের থাবা থেকে বাঁচার জন্য বেশিরভাগ সময় সে মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করে কাটিয়ে দেয়।

আসাদ বুবো গেল রাহাত ফর্মে চলে এসেছে। তারণ্য, সত্যকে চোখের সামনে তুলে আনার অসীম সাহসিকতা আজ তাদের সবার মধ্যে বিরাজমান। এক অজানা শক্তি আসাদকে আঞ্চেপ্টে বেঁধে ফেলেছে, জানিনা সামনে কি হতে যাচ্ছে। কিন্তু পায়ের মধ্যে কয়েকটা লাঠির বাড়ি খেয়েই তো আর দমে যাওয়া যাবে না আজকের রাতটা কাটুক কোনোভাবে।  
 জানালার দিকে তাকালো আসাদ,  
 আকাশ দেখতে সে খুব পছন্দ করে।

কিন্তু একী এ যে রক্তিম আকাশ দেখে তার কেন যেন ভয় হচ্ছে কারণ এ রক্তিম আকাশ এখন কোটি মানুষের হাহাকারের ইঙ্গিত। মনুষ শুকুনরা তাদের দিকে চেয়ে আছে কখন তাদের খুবলে খাবে। রাহাতের ডাকে সন্ধিত ফিরে পেলো আসাদ। এই নে এক গ্লাস দুধ, পাউরঞ্চি আর বাদাম.. খেয়ে নে আজকের রাতটা রেস্ট কর কালকে আবার নতুন সূর্যোদয়ের সাথে নতুন যুদ্ধ শুরু হবে। খাবার দেখে হঠাৎ আসাদের পেটে টান পরল অনেকক্ষণ ধরে সে ক্ষুধার্ত কিন্তু খাওয়ার কথা সে যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছে। রাতটা কেটে গেল বিভিন্ন কথা আর মিটিং এর মাধ্যমে।

সকালবেলা বিরঞ্জির বৃষ্টি, নিউমার্কেট থেকে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী সেই সাথে সাধারণ জনগণ একসাথে কদমে কদম মিলিয়ে চলছে শাহবাগের পথে। সব শিক্ষার্থী এবার নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাতিয়ার নিয়ে নেমেছে।

সাইন্সল্যাবের কাছাকাছি আসতেই পুলিশ আর বিজিবির অনেকগুলো গাড়ি তাঁরা দেখতে পেলো। বুবার আর বাকি রইল না কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সাথে সাথে টিয়ারশেল আর গরম পানি দেওয়া হল সবার উপর কিন্তু আমরা দমে যাওয়ার জন্য এ পথে পা বাড়াইনি। এরপরই শুরু হল গুলির বর্ষন.. গুলির শব্দ, চিংকার আর আর্তনাদে মনে হচ্ছে আসমান জমিন একাকার হয়ে যাচ্ছে, এ যেন চাক্ষুষ কেয়ামত। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ছাত্রলীগের ছেলেপিলেরা।

হাতে লাঠি আর রড নিয়ে শরীরের সব শক্তি দিয়ে মেরেই যাচ্ছে। আমরাও আমাদের হাতিয়ার গুলোকে নিষ্ঠার দিলাম না। লড়াই চলছে প্রাণপণে। কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর আগেই দুইটা গুলি এসে লাগল আসাদের বুকে। চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে আসলো আর পা দুটো অবশ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, টুপটাপ বৃষ্টির ফেটা তার শরীরের উপর পড়ছে। চারপাশে বুলেট টিয়ারসেলে সব ধোয়াশা হয়ে আছে। শেষবারের মতো চোখটা খুলে আসাদ আকাশটা দেখে নিল.... তার হাতে বেশি সময় নেই,, অনেক আগে একটা আর্টিকেলে পড়েছিল মানুষ মারা গেলে সাথে সাথে তার হৎগিঞ্চ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ব্রেইন সাথে সাথে বন্ধ হয় না কিছুক্ষণ এক্ষিত থাকে প্রায় ৭ মিনিটের মত। এই সময়ে সে তার জীবনের সুখকর সৃতিগুলো দেখতে পায়। এখন তার কাছে এই ৭ মিনিট অনেক কিন্তু সে ৭ মিনিট কেন আর সাত সেকেন্ডও বাঁচবে না। চোখ দুটো তার বন্ধ হয়ে এল। সে দেখতে পাচ্ছে তার ছেটবেলা যখন সে তার বাবার হাত ধরে থাকতো কিন্তু এখন সে তার বাবার হাত ধরে লাল-সবুজ একটা পতাকা নিয়ে ঘাসফড়িং এর মতন উড়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে আরো অনেক ছোট ছোট বাচ্চা কিন্তু এ যেন অন্য একটা জগৎ। ৫আগস্ট আসর নামাজের পর রাহাত এসেছে আজিমপুর কবরস্থানে আসাদের কবর জিয়ারত করতে। প্রথমে সুরা ইয়াসিন পড়ে রহের মাগফিরাত কামনা করলো। কান্নায় ভেঙে পরল রাহাত, বন্ধু হয়ে সে কিছুই করতে পারল না। জড়িয়ে ধরে খুব বলতে ইচ্ছা করছে দেশ স্বাধীন আমরা আমাদের অধিকার আর স্বাধীনতা দ্বিতীয় বারের মতো ছিনয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু মনের ভেতর থাকা একটা ডাহুক পাখি বলে উঠলো মুমিনের কামনা-বাসনা হল শহীদী মৃত্য, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ জিহাদ করেনি এমনকি মনে জিহাদের তথা শহীদের মৃত্যুর চিন্তাও করেনি সে যেন মুনাফিকের অবশ্যায় মৃত্যুবরণ করল"। রাহাত ভিজা চোখ আর শান্ত হৃদয় নিয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসলো। রিকশা নিয়ে চলে আসলো ঢাবির গেট মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণের সামনে। এইখান থেকে তার আর আসাদ এর পথ চলা, ঢাবিতে ভর্তির পর এক বছরেই যেনো অনেক কিছু বদলে গেলো একসাথে পড়াশুনা, খাওয়াদাওয়া, এক হলে এক বিছানায় শুমানো। রাহাত গন্তব্যহীনভাবে হেঁটে চলছে। আসাদ নেই কিন্তু তার অস্তিত্ব বিরাজমান পথে ঘাটে প্রান্তরে। সে বিলীন হয়ে যায়নি বেঁচে রয়েছে আমাদের মাঝেই হয় বিবেক হয়ে নাহয় গভীর সমুদ্রে বিনুকের ভেতরে থাকা মুক্তা হয়ে আর নাহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখি রুজে বার্ড হয়ে। সে বেঁচে আছে প্রতিটা দেশপ্রেমিকের ভেতরে আর অল্পন হয়ে থাকবে শহীদের মর্যাদা নিয়ে। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কি হতে পারে।



AZMAIN SHEIKH

# জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক

সকাল ৭ টায় এলার্ম দিয়েছিলাম ৯ টায় আন্দোলনে যাবো বলে। সকাল ৭ টায় কখনওই ঘুম থেকে উঠি না। ঘুময় সাধারণত ফজরের নামাজ পড়েই। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম নাস্তা করতে। লাইভ বেকারি থেকে রুটি কিনলাম আর পাশের দোকানে গিয়ে চা খেলাম হঠাৎ মনে পড়লো আজকে আমার বাজারের ডেট্ট। বাজার করে রওনা দিলাম উত্তরার উদ্দেশ্যে। এর আগেরদিন ইউনিভার্সিটির ছেলেরা গোটা এয়ারপোর্টে রান্ব করে দিয়েছিলাম আর আজকে সিদ্ধান্ত হলো সবাই কাওলা থেকে উত্তরার অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাড হবো। সাকিলকে ফোন দিলে সে বলে, 'তুই যা আমি একটু পর আসতেছি।' আমি যেই বাস থেকে নামবো, ঠিক তখনই মিছিল শুরু হচ্ছিলো। বাসের সবাই, গলায় আইডি কার্ড ঝুলানো দেখে কেমন করে যেনো দেখছিলো। শুরুতে আমরা ৫০-৬০ জন মতো ছিলাম। পুলিশের এক কর্মকর্তা এসে বললো, 'যা করার শাস্তিপূর্ণভাবে করো, আমরা তোমাদের সাথে আছি।' উনি বারবার আমাদের রাজপথ ছাড়তে বলছিলেন কিন্তু আমরা কেউই রাজি ছিলাম না। এক পর্যায়ে তারা একপাশ হয়ে গেলো আর আমরা আমাদের মতে স্লোগানে মুখরিত ছিলাম। আমরা সংখ্যাই বাড়তে থাকি। ৫০ থেকে অন্তত কয়েক হাজার।

হঠাৎ, পুলিশ আমাদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউড গ্রেনেড ছুড়ে এবং অনেকেই ভয়ে সেক্ষেত্রের ভিতরে ধাওয়া করতে লাগলো। একজন বলে উঠলো, এসব সাউড গ্রেনেডে কেউ ভয় পাবেন না। সবাই এক থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের মিছিল তখনও মোটামুটি বড়ই ছিলো। এরই মধ্যে পুলিশ টিয়ারশেল নিষ্কেপ করে জালা ঘন্টায় সবাই অনেক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমারও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। এরই মধ্যে কয়েকজন এসে আমার চোখেমুখে পেস্ট দিলো আর রাস্তায় আগুন জালালো। স্টুডেন্ট সবাই ছিলো নাছোড়বান্দা। সবাই এক হয়ে পুলিশের উপর বাপিয়ে পড়লাম। তারা তাদের মতো রাবার বুলেট দিয়ে আমাদের দমানোর চেষ্টা করলো অনেকেই আহত হলো। কয়েকজন মিলে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো। এদিকে কারো চোখে ভয়ের চিহ্নাও দেখলাম নাহ। বরং সবার চোখে যেনো প্রতিশোধের আগুন জলছিলো। তাই সবাই মিলে আবারও পুলিশের মুখোমুখি হতে এক হয়ে এগিয়ে এলো। এক পর্যায়ে পুলিশ শর্টগান এবং নাইন এমএম পিস্টল দিয়ে গুলি চালানো শুরু করে। লুটিয়ে পড়ে অনেকেই আমার সামনে ইভিপেন্টেন্ট ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রের গায়ে শর্টগানের গুলার আঘাতে লুটিয়ে পড়ে।

তাকে কোনোভাবে টেনে হিছড়ে একপাশে নিয়ে আসলাম আর কয়েকজনকে বললাম তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে। আমরা পুলিশকে লক্ষ করে যে যা পারি ছুড়েছিলাম। তাদের ছিলো অন্ত্রের পাওয়ার আর আমাদের ছিলো ভাই হারানোর অদম্য প্রতিশোধ স্পৃহা এবং মনোবল হঠাৎ, আমার কেমন জানি মাথা ঘুরাতে থাকে আর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। আমি রেডের ভিতরে একটু সাইড হয়ে বসলাম। আর কয়েকজন আমার দিকে দৌড়ে পানি নিয়ে আসছিলো। একজন বললো, 'উনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।' আমার চোখের সামনে অঙ্ককার নেমে আসে। চোখ খুলতেই নিজেকে আবিষ্কার করি হসপিটালের বেডে। মুখে অঞ্জিজেন মাস্ক পরিহিত আর পাশে দুইজন ডেস্ট্রে। একজন বললো, 'আপনার বাসা কই?' আমি বললাম 'নিকুঞ্জ ২'। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি কই? সে বললো, উত্তরা আধুনিকে। চেয়ে দেখলাম চারপাশ রক্ত আর মানুষের আর্টনাদ। জায়গা ছিলো না আরেকটা পেশেন্টের জন্য। একের পর এক রক্তাক্ত স্টুডেন্টরা আসছিলো ক্রমাগত। আমি একটু আরামবোধ করলে এক ডেস্ট্রে এসে বলে, 'আপনি এখন বাসায় যান, আমরা বাকিদের জায়গা দিতে পারছিনা।' বলে রাখি, ঢাকার সবথেকে বড় হাসপাতালের মধ্যে উত্তরা আধুনিক অন্যতম। এরমধ্যে মিলকান ফোন দেয় আর ওকে বললাম সে যেনো ওহিকে আমার খবরটা দেয়। ওহি এই মেডিকেলেই পড়ে। আমার হঠাৎ করেই আবারও খারাপ লাগা শুরু করে এবং আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। কয়েকজন ধরে আমাকে হাসপাতালের ভিতর নিয়ে যায় আর এর মধ্যে ওহিও তার বন্ধুদের নিয়ে আসে। শাকিল, সাদ, মিনহাজ, সাজিদ, ফরহাদ ওরা খবর পেয়ে আমাকে নিতে আসে। তাদের সাথে বাসায় চলে আসি। এদিকে পথের পায়ে আজকে অনেকেই মারা গিয়েছে। সেদিনের সবথেকে ভালে লাগার বিষয় ছিলো, সাধারণ মানুষ বিস্তিৎ থেকে খাবার পানি ফেলছিলো, রাস্তার যত গাড়ি ছিলো সবই ফি, উত্তরা আধুনিকের মতো মেডিকেল ফ্রিতে সেবা দিয়ছিলো। আমরা এক না হলে, কখনওই এই বাংলা স্বৈরাচার মুক্ত হতো না। আর স্বৈরাচার থাকলে আপনি আপনার মতো কখনওই বাঁচতে পারতেন নাহ। এগল্প সেদিনের যোদ্ধা ভাইবোনদের জন্য, যারা চুল পরিমাণ হলেও আমাদের সাথে ছিলো।

Hasnat Masum  
 Northern University Bangladesh  
 Department : CSE  
 Semester : 7th

# জুলাই ও সাপ্ত

বোকা, ভীতু ছেলেটা মনের দিক থেকে কখন যে এত বড় হয়ে গেলাম বুঝতেই পারিনি। কোনো ঝামেলা দেখলেই ভয় পাওয়া ছেলেটাও যে এত বড় আন্দোলনের অংশ হয়ে যাবো কল্পনাও করি নাই। কিছুই বুঝতেছেন না, তাই না? চলুন শুরু করা যাক।

## " জুলাই ১৫, সোমবার "

মিঠ টার্ম পরীক্ষা চলতেছিলো। ঐদিন পরীক্ষা শেষে বাসায় এসে অনলাইনে প্রবেশ করেই জানতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের মানুষ নামের জানোয়ার গুলো আক্রমণ করেছে। কিছু বোনদের এমন অত্যাচার করেছে যেগুলো দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। রাতে শুনতে পাই পরদিন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও আন্দোলনে নামবে। পুরো রাত উৎকঠার মধ্য দিয়ে কাটে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের উপর অত্যাচার চলতেছিলো। পুরো রাত একটুও ঘুমোতে পারিনি। শুধু অনলাইনে ঘুরতেছিলাম কখন কোন খবর পাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি কেন রেডিও ধরে বসে থাকতো হাড়ে হাড়ে টের পাছিলাম।

## " জুলাই ১৬, মঙ্গলবার "

সকাল ১০ টার মধ্যেই আমি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উপস্থিত হই। অনেক ছাত্রছাত্রী ও যোগদান করেছিলো। তারপর ক্যাম্পাস থেকে মিছিল করে বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের সামনে পৌঁছাই এবং বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করি। পুলিশ ও স্থানীয় ছাত্রলীগদের সাথে তর্ক বিতর্ক করেও আমরা প্রায় ৩ ঘন্টারও বেশি অবরোধ করে রাখি যেটার প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট গুলোর উপর। শেষের দিকে ছাত্রলীগের আক্রমণে আমরা ঐদিনের মতো পিছু হঠতে বাধ্য হই।

## " ১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার "

১৭ তারিখ আশুরা থাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ঐদিন আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়। ১৮ তারিখ আবার সবাই রাস্তায় নামে। বাংলা ঝাকেড চলতে থাকে। ১৬ তারিখ বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করায় পরদিন থেকে ওখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়। তাই আমরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সাথে উত্তরা বিএনএস এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ঐদিন পুলিশ, র্যাব ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রচুর সাউন্ড গ্রেনেডে, টিয়ারশেল ও গুলি ছোড়ে। অনেক ছাত্রছাত্রী আহত ও নিহত হয় কিন্তু কেউ পিছু হঠেনি। একবার একটি টিয়ারশেল আমার পায়ের সামনে এসে পড়ে। আমি এতটাই বোকা ছিলাম ভাবছি এটা আবার নিষ্কেপ করে বিপরীত দিকে মারবো কিন্তু হাতে নেওয়ার পরই প্রচন্ড গ্যাসে আমি জ্বান হারাই। ছাত্র ভাইরা আমাকে নিরাপদ জায়গায় এনে চোখের নিচে টুথপেস্ট, আগুনের তাপ, মাথায় পানি দিয়ে আমার জ্বান ফেরায়। পরে আরো একবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন নাসরুম ও শাহেদ আমার পাশে ছিলো। তারা সহ অন্যরা আবারো আমাকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। ঐদিনের সবার কথা আমি কখনোই ভুলবো না। সাধারণ জনগণও খাবার পানি দিয়ে সবাইকে অনেক সাহায্য করেছিলো। তবে চোখের সামনে এত এত ছাত্রদের রক্ত, এতগুলো গুলিবিন্দ দেহ দেখে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এত রক্ত আর কখনো দেখিনি। সন্ধ্যার আগেও মানুষ নামের পশ্চগুলো আমার কতগুলো ভাইদের হত্যা করে। ঐদিন নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আসিফ শহীদ হয় এছাড়াও অনেকে গুরুতর আহত হয়।

একটা কাজে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলাম। ভাবলাম একটু উত্তরা আন্দোলনে যাই। উত্তরা জসীমউদ্দিনের কাছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সাথে হাটতেছিলাম। হঠাৎ করেই আমার পায়ে গুলিবিদ্ধ হই। যদিও রাবার বুলেট ছিলো তাই এতটা ক্ষতি হয়নি তবে এরপরের দিনগুলো ছিলো দুর্বিষ্ণু। প্রচুর টিয়ারগ্যাসের কারণে হার্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় বিচানা থেকেও উঠতে পারিনি। এদিকে ইন্টারনেট ও ছিলো বন্ধ। কোনো খবর পাচ্ছিলাম না। জুবায়ের ও সৌরভ মাঝে মাঝে কল দিয়ে খবর নিতো, আমিও তাদের থেকে আশে পাশের কিছু খবর পেতাম।

### " ৪ আগস্ট, রবিবার "

এতোদিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। অনেক ছাত্রদের বিনা কারণে কারাগারে বন্দি করে। ১৮ তারিখ থেকে রাজ মুকুট ভাইয়ের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিলো না। পরে জানা যায় তাকেও বিনা কারণে বন্দি করেছে। এদিন কিছুটা সুস্থ অনুভব করছিলাম তাই আবার যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সাথে আন্দোলনে যোগদান করি। তখন দাবি ছিলো একটাই, খুনি সরকারের পদত্যাগ। সারাদিন আন্দোলনের পর বিকালে শুনতে পাই সন্ধ্যা ৭ টা থেকে আবার কারফিউ জারি করেছে। সমন্বয়করা ৫ই আগস্ট লং মার্চ টু ঢাকা ঘোষণা করেছে।

### " ৫ আগস্ট, সোমবার "

ঐতিহাসিক সেই দিন লং মার্চ টু ঢাকায় অংশগ্রহণের জন্য একা একাই বাসা থেকে বের হই। আশুকে বলেছিলাম আজকেই আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ। যমুনার সামনে গিয়ে দেখি কারফিউ থাকায় সেনাবাহিনী রোড রুক করে রেখেছিলো। কোনো মানুষই যেতে পারছিলো না। কিছুক্ষণ ভেবে ভেতরের অলি গলি দিয়ে শাহবাগের দিকে এগোতে থাকি। মাঝে পুলিশ ধরেছিলো কিন্তু একরকম দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছি। প্রায় ৩ ঘন্টা অলি গলি ঘুরে শাহবাগ পৌছাই। দেখি অল্প কয়েকজন তাও সবাইকে সেনাবাহিনী, পুলিশ দৌড়ানি দিয়ে রমনা পার্কের দিকে পাঠাইছে। এরপরই মিছিল নিয়ে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হতে থাকে। সেনাবাহিনীও পথ ছেড়ে দেয়। আন্দোলন চলছিলো এরপরই হঠাৎ সমন্বয়ক নাহিদ ও আসিফ ঘোষণা দেয় আলহামদুলিল্লাহ আমরা পেরেছি। তখন কেন জানি দুচোখ বেয়ে পানি পড়তেছিলো। হয়তো নতুন করে স্বাধীন হওয়ার আনন্দে। তারপর সবাই গণভবনের দিকে এগোতে থাকি। আশুকে ফোন দিয়ে যখন বলি আমরা জয় পেয়েছি। আশু চিৎকার করে কান্না করে উঠে। ওটা ছিলো প্রচন্ড খুশির কান্না। উনার ছেলেও এই স্বাধীনতার অংশ ছিলো বলে হয়তো আরো বেশি খুশি লাগতেছিলো। হাটতে হাটতে শাহবাগ থেকে গণভবনে পৌছাই। এরই মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলো। একটা কথা মনে হচ্ছিলো, সবাই স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করতে রাস্তায় নেমেছে কিন্তু বেশিরভাগই লড়াই না করে বাসায় বসে ছিলো। এই মানুষগুলো আরো কয়েকদিন আগে রাস্তায় নামলে আমার এতোগুলো ভাই শহীদ হতো না। স্বাধীনতার আনন্দের মাঝেও শহীদ ভাইগুলোর কথা ভীষণ মনে হচ্ছিলো। আল্লাহ যেনে তাদের জান্মাত দান করেন। আন্দোলনের প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীদের এমন নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ আমাকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার দুটি লাইন মনে করিয়ে দিলো, “বিশে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যানকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর”।

এই মোবাইল, গেম, অনলাইনে মগ্ন প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা আমার হাজার গুণ বেড়ে গেলো।

Name: Jahidul Islam  
 Northern University Bangladesh  
 Department : CSE  
 Semister: 7  
 (Debating Secretary of NUBCC)

# আন্দোলনের দিনগুলো



১৭ জুলাই

গত কাল রাতেই জানতে পারি আগামী কাল নাকি ভাৰ্সিটি থেকে আন্দোলন এর ডাক দিয়া হয়েছে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। পরের দিন ছিল এলগরিদম পরীক্ষা। তো সকালে উঠে গেলাম পরীক্ষা দিতে। তেমন ভালো দেই নাই। পরীক্ষা শেষের মিনিট এ অথরিটি বলে গেলো পরীক্ষা শেষে সোজা বাসায় যাবে। তো পরীক্ষা শেষে ভাৰ্সিটিৰ নিচে কেনো জমায়েত দেখতে পাৰিনি। তাই চলে গেলাম কুড়িল বিশ্বরোড। ওমা সেকি। বিশ্বরোড এৱং পৰ আৱ ঘানবাহন চলছে না। কেন? কাৰণ আন্দোলন চলছে। তাই বিশ্ব রোড থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। বসুন্ধৰা। সেখানে এতো বড় শিক্ষার্থী জমায়েত দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু আফসোস হচ্ছিল যে আমাৰ ভাৰ্সিটি থেকে কেনো আন্দোলন নামলো না। আমাৰ সাথেৰ আমাৰ স্কুল বন্ধ ও ছিল। একটু পৱেই খবৰ পেলাম, আমাৰ ভাৰ্সিটি থেকে নাকি শিক্ষার্থী। বেৱহয়েছে এবং তাৰা এয়াৱপোটৈৰ রাস্তা আটকে দিয়েছে। তখন তো আৱ খুশি হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন আবাৰ আফসোস বেড়ে গেলো কেনো তাদেৱ সাথে যেতে পাৱলাম না। তো বসুন্ধৰা বেশিক্ষণ থাকলাম না। ভাবলাম যে কৱাৱ জন্য এত কিছু কৱে কি হবে আমৰা তো প্ৰাইভেট এ পড়ি। ভাবতে ভাবতে বাসায় চলে গেলাম। রাত এ খবৰ এ দেখলাম নৃশংসতা আৱ নিৰ্বিচাৰ এ শিক্ষার্থী মারা। তাৰা যেন কেনো ভিন্ন জাতি, তাদেৱ উৎখাত কৱতে চাচ্ছে এই সৱকাৱ। কিন্তু তাৰা তো ভিন্ন জাতি ছিল না। তাৰা ছিল ন্যায্য অধিকাৱেৰ দাবিদাৱ। এই নৃশংসতা দেখে আৱ থাকতে পাৱলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম আগামী কাল আন্দোলন এ যাবো। আমাৰ ভাই বোন দেৱ কেনো এইভাৱে মারা হলো তাৰ বিচাৰ চাইতে নামবো রাজ পথে। কেনো কোটাৱ জন্য নয়।

১৮ জুলাই

ঘূম থেকে উঠলাম। খাওয়া দাওয়া কৱে বাগ রেডি কৱলাম। ব্যাগে ছিল ৩ টা রুমাল, ১ টা সানঘাস, ১ টা টুথপেস্ট, রেডি হয়ে আম্বু কে বললাম যাই আম্বু আম্বু বলল যা সাবধানে থাকিস। হে আমাৰ বউ ও ছিল। সে তো একদম চিন্তিত। কি হবে না হবে সে যেতে দিতে চাচ্ছে না আবাৰ এই নিৰ্বিচাৰ এ হত্যাযজ্ঞ সেও সহ্য কৱতে পাৱছে না। তাই আটকালো না আমায়। বাসা থেকে বেৱ হলাম। আমাৰ একলা থেকে ৪ জন এৱং পাশেৰ এলাকা থেকে ১ জন যাবে। আমৰা রওনা হলাম। ৪ জন এক স্থান এ কৱো হয়ে আন্দোলন এৱং জায়গায় যাওয়াৰ জন্য রওনা হয়। জায়গা টা ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এৱং সামনে যাওয়াৰ পথে কেনো ছাত্ৰলীগ যেন না দেখতে পায় তাই সতৰ্কতাৰ সথে রওনা হই। গন্তব্যে পৌছানোৰ পৰ রাস্তা কিনার হতে দেখলাম জায়গাটা আগেই রণক্ষেত্ৰে পৱিণত হয়েছে। দেৱি কৱলাম না। ৪ জন এক দৌড় দিয়ে রাস্তাৰ মাৰেৰ ডিভাইডাৱ এৱং উপৱে দাঁড়িয়ে রুমাল বেঁধে নিলাম মুখে। ২ জন কে বাধা জন্য রুমাল দার দিলাম আৱ বেঁধে দিলাম। টুথপেস্ট মেখে নিলাম চোখ আৱ কপাল এৱং আসে পাশে। ৫ম বন্ধু আসলো তাকেও মেখে দিলাম। নেমে গেলাম রণক্ষেত্ৰে। ২ দিক থেকেই যেন গুলি ছোড়া হচ্ছে আমাদেৱ লক্ষ্য কৱে। আমৰা কে? আমৰা কি আসলেই রাজাকাৱ? যে আমাদেৱ এইভাৱে মাৰতে হবে? এৱং পৰ এক গুলি, কাদানি গ্যাস, সাউড গ্ৰেনেড। এক লংকাৱ এ যেন সবাই ছুটে যায় পুলিশ রুপি সন্ত্রাসী দেৱ ধৰতে আবাৱো ফিৱে আসি কাদানি গ্যাসেৰ জালা পোড়াৱ ভয়ে।

এর এ মাঝে একের পর এক আহত ভাই দের দেখতে পাই যাদের শরীর ,মাথা,মুখমণ্ডল ছিল রক্তে মাখা লড়াই এর এক পর্যায়ে দেখা যায় পুলিশ রূপি সন্তাসী আশ্রয় নেয় কানাডিয়ান ভার্সিটি এর ভিতর ভিতর থেকে তাদের ছোড়া গুলি ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল এর পর এক ভাই এর বুক কেও হয়ে যায় অন্ধ যত আহত হচ্ছে তত যেন আমাদের মনের দাবানল আর জ্বলে উঠছে। এক পর্যায়ে সবার একসাথে প্রতিরোধ এ একজন পুলিশ কে ধরতে পারলাম রার হেলমেট,ভেস্ট,জুতা খুলে করলাম বিজয় এর উল্লাস কিন্তু না বিজয় তো এখনো আসে নি। আমাদের প্রতিরোধ দেখে তারা হয়ে গেলো হতভম্ব।তারা যেন পেরে উঠছিল না আমাদের সাথে।আশ্রয় নিল ভার্সিটির ছাদ এ।আমাদের হাত থেকে বাঁচতে তারা আশ্রয় নীল RAB এর।এক এর পর এক হেলিকপ্টার আসলো আর তাদের নিয়ে গেলো যাওয়ার কালে তাদের কমাণ্ড ছিল ,কেও যেন ছাদ এ না আসে তাহলে ইনকাউন্টার করা হবে।কিন্তু ক্ষেত্র এর বসে যে একজন যুবক যেয়ে বসলো উপরে।গুলিতে তার মাথা ঝাঁঝরা করে দিলো পুলিশ।সে ঢলে পড়ল তার অনুসারী দের উপর।তার রক্ত মাখা দেহ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।আমি এইরকম দৃশ্য সহ্য করতে পারি না।কিন্তু সেই দিন কেনো যেন একের পর এক রক্ত মাখা শরীর দেখেও আমার ভয় হয়নি উল্টো আমি দাবানল হচ্ছিলাম।ভাইয়েরা সবাই লোহায় আঘাত করে করে একটা যুদ্ধের আগাম বার্তা দিচ্ছিল।এই আওয়াজ এই পরিবেশ যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আওয়াজ।এই ধ্বনি যেন প্রতিশোধ এর ধ্বনি।চারিদিকের পরিবেশ এর সাথে এই আওয়াজ যেন যুদ্ধের জন্য আরো বল যোগীয়ে দিলো।পরিশেষে পুলিশ যেন হার মেনে গেলো।আর RAB তাদের উদ্ধার করে নিলো।তাই ঢলে গেলাম সবাই সবার পরিবার এর কাছে।যেতে যেতে ভাবলাম এই আন্দোলন কি আর কোটা আন্দোলন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে? তবে আমি বুঝেছিলাম যে এটা হয়তো শুধু কোটা আন্দোলন এ সীমাবদ্ধ থাকবে না।

## ২ জুলাই

শুনলাম ইস্ট ওয়েস্ট ভার্সিটি থেকে নাকি মিছিল বের হবে।খবর পাওয়া মাত্রই ঢলে গেলাম আমার বন্ধুদের নিয়ে।অবস্থা করলাম,স্লোগান দিলাম।১ ঘণ্টা পর শুরু হলো মিছিল নিয়ে যাত্রা মিছিল এর দৈর্ঘ্য ছিল বাড়া ইউলোপ থেকে রামপুরা পর্যন্ত।এত বড় মিছিল আগে কখনই প্রত্যক্ষ করিনি।এই মিছিল নিয়ে রামপুরা থেকে বাড়া গিয়ে আবার রামপুরা ফিরে আসলাম।আমার ভাইয়ের রক্ত,বৃথা যেতে দেবোনা, আপোষ না সংগ্রাম,তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার, স্লোগান এ মুখরিত রাস্তা।চেয়েছিলাম মিছিল এর সাথে শাহাবাগ যেতে কিন্তু গেলাম না।বাসায় ঢলে আসলাম।ফেসবুক এ দেখলাম শাহাবাগ এ নাকি ২ লাখ মানুষ আফসোস শুরু হলো,কেনো গেলাম না।তাই আরো ২ বন্ধু নিয়ে ঢলে গেলাম বিকেলের দিকে শাহাবাগ।হে লোক অনেক আমার ভাইয়েরা অনেক,সংখ্যায় অনেক কত জন কে মারবে তোমরা?...এদের উপস্থিতি জানান দিয়ে ঢলে আসলাম বাসায়।সেদিন ডাক দেয়া হয় অসহযোগ আন্দোলনের।

## (৩-৪) জুলাই

দুই দিন গেলাম অসহযোগ আন্দোলন এ আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ কিন্তু বিভিন্ন জেলায় মিলে এক দিন এ নাকি ১০০ জন শহীদ করা হয়।যার ফল স্বরূপ ডাক দেয়া হয় মার্চ টু ঢাকা।

## ৫ জুলাই

সারা দেশ থেকে ছুটে আসে শিক্ষার্থী রাজকারণফিউ দেয়া হয় ওইদিন। ভেবেছিলাম সব শেষ ১১ টা বেজে যাচ্ছে কিন্তু কোনো মিছিল এর সুযোগ নেই কোনো প্রতিবাদ এর জন্য জড়ো হতে পারছিল না। নেটওয়ার্ক ও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কোনো খবর ও ঠিক মত পেলাম না আবরু ছিল সেদিন বাসায়। চলে গেলো বাড়া মেইন রোডে। খবর দিলো এখানে নাকি একটা ছোট খাটো মিছিল যাচ্ছে। বাড়া থেকে উভর বাড়া দিকে। খবর দিলাম আমার দুইজন বন্ধু কে। চলে গেলাম মিছিল ধরতে। মিছিল নিয়ে চললাম নতুন বাজার এর লক্ষ্য। সেখানে নাকি শিক্ষার্থী দের আটকে রাখা হয়েছে এইদিকে আসতে দিবে না। যেতে যেতে দেখলাম আমাদের আইছিল যেন আরো বড় মিছিল এই পরিণত হলো।

আর্মিদের সাথে কথা বলে আটকে থাকা মানুষরপী নদীর বাধ ভেঙে দিলাম। আমাদের নদীর সাথে তাদের নদী মিলে যেন হয়ে উঠল জনসমুদ্র। রওনা হলাম মেরুল বাড়া পথে সেখানে নাকি এখনো পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। পথে আমাদের সাথে যুক্ত হলো কুরআনের পাখিরা। আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা। যেতে যেতে আরো যুক্ত হলো সাধারণ মানুষ। ১৬ বছর এর ক্ষেত্রে সবার মুখে দেখতে পেলাম। আমাদের জন্য সমুদ্র পরিণত হলো মহা সমুদ্র তে। মেরুল বাড়া পৌঁছানোর আগেই খবর পেলা। স্বেরাচার নাকি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। খুশির কোনো সীমা নেই। চলে গেলাম বঙ্গভবন এ এই বিশাল মহাসমুদ্র নিয়ে হে আমরা পেরেছি এই দেশ স্বাধীন করতে। হয়তো এই গল্পে আমার প্রত্যেক মুহূর্ত বর্ণনা করতে পারিনি। তবে যারা আন্দোলন এ ছিলেন তারা অবশ্যই বুঝবেন একেক টা দিন আর মুহূর্ত কিভাবে কেটেছে।

**MAHATAB HOSSAN RAKIB  
NORTHERN UNIVERSITY BANGLADESH  
DEPARTMENT:CSE  
SECTION:4C**



# ২০ বিংশ

আগামীকাল (১৬ আগস্ট) আমার এলগরিদম পরীক্ষা, সে অনুযায়ী আমি পড়ালেখা করছি। হঠাৎ জানতে পারি আগামীকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠার পরে আমি কোন আন্দোলন করিনি। বাসা থেকে আগেই আন্দোলন করা বারণ ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যাচার দেখে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না নেমে গেলাম রাজপথে

তুমি কে? আমি কে?

রাজাকার। রাজাকার।

কে বলেছে? কে বলেছে ?

সৈরাচার। সৈরাচার।

আমরা এয়ারপোর্টের তৃতীয় টার্মিনাল এর সামনে অবস্থান করলাম( কাওলা বাসস্ট্যাডে)। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুই পাশের রাস্তায় ঝুক করে দিল। আমরা প্রায় তিন ঘন্টা মতন সেখানে অবস্থান করলাম। আন্দোলনের শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রীগের কর্মীরা আমাদের সরে যেতে বলল কিন্তু আমরা পিছু হাটলাম না। তবে শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের কিছু শিক্ষার্থীদের আহত করল এবং ছ্রেতঙ্গ করতে সফল হল। আহত শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বাকিরা তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে আমরা জানতে পারলাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাইদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছে। সেই দিন ১৬ ই জুলাই আবু সাইদ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে কিভাবে শক্তির কাছে আকাশের মতন বুক ছড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে। ওই শিক্ষা নিয়ে ১৫ বছরের সৈরাচার কে আমরা মাত্র ২০ দিনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্ছাত্র করলাম। এটা আমাদের একটি নতুন স্বাধীনতা। হাজারো শিক্ষার্থীদের, সাধারণ মানুষের, এমনকি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা শিশুদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এখন আমাদের সকলের দায়িত্ব দেশকে নতুন করে গড়া যাতে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে ও বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্ববাসী অন্য মাত্রায় চেনে। এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করার আগে ১৫০০ বার চিন্তা করে।

আমরাই অতীত আমরাই বর্তমান আমরাই ভবিষ্যৎ।

**MAHMUD ELAHI ALIF  
NORTHERN UNIVERSITY BANGLADESH  
DEPARTMENT: CSE  
SECTION :4F**

# মিহ্নটাই

বিকেল ৪ টা বাজে। রাকিবকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম  
আজকেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিবে কিনা!

-"কিরে, রওনা দিবি কখন ?"

-"ভাই আজকে রওনা দিবো নাকি আগামীকাল সকাল খুব  
ভোরে ? কোনটা বেশি ভালো হয় ?"

আমি বললাম, "আগামীকাল থেকে তো সারাদেশে শাট  
ডাউন। তোরা চেষ্টা কর আজকের মধ্যেই ঢাকায় চলে  
আসার।"

-"ভাই আমি এখন অফিসে আছি। আমি যতদ্রুত সন্তুষ্ট  
অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রওনা দিচ্ছি।"

-"যখনই দে ; কিন্তু সন্ধা হবার পরে দিস না। বিকেলের  
মধ্যে রওনা দিয়ে চলে আয়। "

-"আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। "

আমার বড় খালামণির দুই ছেলে জাবির ও রাকিব। বড়  
ভাই জাবির কুমিল্লা ভিট্টেরিয়া কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে  
অনার্স করছে। রাকিব গত বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিলো।  
এখন সে বিদেশে যাবে বলে মনস্থির করেছে। তো তার  
মেডিকেলের ডেট পড়েছে আগামীকাল। যার কারণে দেশের  
চলমান কঠিন পরিস্থিতিতে জরুরী তাকে ঢাকা আসতে  
হবে। এর মধ্যে আমাদের ছাত্র সমাজ আগামীকাল  
সারাদেশে শাট ডাউন দিয়েছে। সারাদেশে শিক্ষার্থীরা  
সরকারের দেওয়া কোটা প্রথার ব্যাপারে মারাত্মকভাবে  
উত্তেজিত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। শতকরা ৫৬ ভাগ আসন  
যদি কোটাধারীদের জন্যই থাকে, তাহলে মেধার ভিত্তিতে  
মূল্যায়নে বুঝি মাত্র ৪৪ ভাগ থাকবে।

৬ টা বাজে রাকিবের কল আসলো। সবেমাত্র নাকি লালমাই  
পার হয়েছে। কিছুটা বিচলিত হলাম। কারণ এখনও ঢাকায়  
পৌঁছাতে লাগবে ৩ ঘন্টা। তার উপর যাত্রাবাড়ী থেকে  
যান্যট পেরিয়ে আমাদের বাসা পর্যন্ত

আসতে লাগবে আরও এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো।  
পুরোটা সময় কলে যোগাযোগ করতে থাকলাম। পরবর্তীতে  
রাতের সাড়ে ৯টার দিকে বাস সাইনবোর্ড এসে জ্যামে  
আটকা পড়লো। এমন জ্যাম যে আধা ঘন্টা ধরে গাড়ি একই  
জায়গায় পড়ে আছে। এক চুলও নড়ার উপয় নেই। আর  
রাতের ঢাকা শহর। তাই ওদেরকে বললাম গাড়িতেই বসে  
থাকতে। কারণ ইতোমধ্যেই শুনেছি যে, যাত্রাবাড়ীতে  
ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে এলাকাবাসীও বিক্ষোভ শুরু করেছে।  
আর পুলিশ তাদের উপর বুলেট, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে।  
আর এখানে আমু চিন্তায় কান্না করা শুরু করে দিয়েছে  
তাদের জন্য। রাতের সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এইভাবেই জ্যামে  
আটকা পড়ে থাকে। এমতাবস্থায়, ওদেরকে কল দিয়ে বলি  
বাস থেকে নেমে রিকশা নিয়ে ফুলবাড়িয়া চলে আসতে।  
গাড়ি থেকে নেমে ওরা একটি অটোযোগে যাত্রাবাড়ী চলে  
আসলো। দুর্ভাগ্যবশত, পুরো বিক্ষেপের হটস্পটের মধ্যেই  
চুকে পড়েছে ওরা। ওদের সামনেই ১৭ বছরের একটি  
ছেলেকে ফায়ার করেছে পুলিশ। ছেলেটির নিখর দেহ রাস্তায়  
পড়ে থাকে। রাকিব ছেলেটির পালস রেট চেক করে বুঝতে  
পারে এটি এখন একটি লাশ। পরে আশেপাশের মানুষরা  
ছেলেটির লাশ একটি ভ্যানে তুলে অন্যত্র নিয়ে যায়।

অবশ্যে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে নিরাপদেই রাতের  
১২টা বাজে বাসায় এসে পৌঁছায়। আবু আমুরা ঘুমিয়ে  
পড়েছে আরও আগে। তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস ওনাদের।  
নয়তো ফজরে উঠতে সমস্যা হয়। অবশ্য, জাবির রাকিব  
আসছে টের পেয়ে আবু ঘুম থেকে উঠে আমার রুমে এসে  
ওদের সাথে দেখা করে যায়। তারপর খাওয়া দাওয়া সম্পর্ক  
করে আমরাও ঘুমিয়ে যাই। সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।  
আবুর ডাকে ঘুম ভাঙলো আমার আর রাকিবের। উঠে দেখি  
ঘড়িতে ৭ টার উপরে বাজে।

রাকিব তার এজেন্সির মালিককে কল দেওয়া শুরু করলো মেডিকেলের ফর্ম পাঠানোর জন্য।

-"ভাই এজেন্সির লোক তো কল ধরে না ! বেটায় মরলো নাকি ? এতোবার কল দিলাম। উনি ফর্ম না পাঠালে তো মেডিকেল করতে যেতে পারবো না। তার উপর আজকে শাট ডাউন।"

-"আরেহ বি পজিটিভ। মোবাইল সাইলেন্ট করে ঘুমাচ্ছে হয়তো। আমরা আরেকটু অপেক্ষা করি", এটা বলে তাকে চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। আর জাবির এখনও নিচ্ছন্তে ঘুমোচ্ছে।

৮ টার পর এজেন্সির লোকের ফোন আসলো। সে হোয়াটসঅ্যাপে ফর্ম শেয়ার করেছে। কিন্তু আমাদেরকে আজকে না যাওয়ারই উপদেশ দিলো। কিন্তু রাকিব বলছে, আজকে অবস্থা খারাপ। কালকে যে ভালো থাকবে সেটার নিচ্ছিয়তা কি ! ঠিকই তো। কালকে তো অবস্থা আরও বেগতিক হতে পারে। আর রাকিবের মেডিকেলের কথা বলে বের হয়ে আজকের আন্দোলনে যোগ দেওয়া যাবে। যেই কথা সেই কাজ। আমরা রেডি হয়ে আম্বুর থেকে দোয়া নিয়ে আল্লাহর নাম করে বেরিয়ে পড়লাম তিনজন। আমাদের এখান থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত বিআরটিসি চলছে। চলে গেলাম গুলিস্তান। কিন্তু এখান থেকে শাহজাদপুর পর্যন্ত কোনো বাস চলছে না। যেখানে রাকিবের মেডিকেল করার জায়গা। যাই হোক একটি সিএনজি নিয়ে চলে গেলাম সেখানে। সেখানে গিয়ে দেখি অনেকগুলো ছেলে লাঠিস্টো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরা কি ছাত্র নাকি সরকার দলীয় লোক বুবা যাচ্ছিলো না। আমরা আপাতত মেডিকেলে চুকে পড়লাম। সেখানে ভিতরে ছিলাম ৩ ঘন্টার মতো। রাকিবের বিভিন্ন পরিষ্কাণগুলো হলো। আর এতোক্ষণে আমি জবির বসে বসে একজন আরেকজনের আপডেট নিছি। মাঝে দিয়ে দারোয়ান এসে বললো, নিচে একটি লাশ পরে আছে। আন্দোলনে নিহত হয়েছে। নিজের চোখে নাকি সে দেখে এসেছে। অবশ্যে সবকিছু করা শেষে মেডিকেল সেন্টার থেকে বাহিরে বের হয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে এগোতে এগোতে দেখি যে, এই গত ৩ ঘন্টায় বাহিরে যা যা হয়েছে পুরোটাই আমাদের ধারণার বাহিরে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। আর অনেক জায়গায় সাউড গ্রেনেডের স্পট পড়ে আছে। বুবাই যাচ্ছে যে, এখানে ব্যাপক হারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির টপ ফ্লোরে গিয়ে লুকিয়ে থাকা

পুলিশদেরকে পুলিশ ও RAB এর হেলিকপ্টার দিয়ে রেফিউ করা হচ্ছিলো। এছাড়াও আরও কয়েকটি উঁচু বিল্ডিং থেকে একইরকমভাবে পুলিশদের রেফিউ দেওয়া হচ্ছিলো। আর এমনিও হেলিকপ্টার দিয়ে পুরো এলাকা টহল দেওয়া হচ্ছিলো। হেলিকপ্টার দেখামাত্রই পুলিশের উদ্দেশ্যে ছাত্রজনতা সকলে মিলে "ভুয়া ভুয়া" ধ্বনি দিচ্ছিলো। পুরো বাড়া রোড জুড়ে হাজারো ছাত্রের উপস্থিতি। ব্রাক ও ইস্ট ওয়েস্টের শিক্ষার্থীর সব জড়ো হয়েছে। আর এছাড়াও আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আশেপাশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও এসেছে এখানে। অনেকের সাথে তাদের অভিভাবকরাও এসেছেন। আমাদের নর্দানের কিছু শিক্ষার্থীদের দেখতে পেলাম। নর্দানের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল স্পট হলো উত্তরা বিএনএসে। এখানে আশেপাশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিলে আন্দোলন হচ্ছে। সরকার মোবাইলের ডাটা বন্ধ করে রেখেছে। তাই অনলাইনে কোনো খবর নিতে পারছি না। আশেপাশে দেখছি অনেকে ভ্যানে করে পানির বোতল, পাউরলটি, কলা যে যা পারছে আন্দোলনকারীদের জন্য নিয়ে এসেছে। আমরা একটি পানির বোতল নিলাম। এর মধ্যেই দেখি হাতিরবিলের এন্দিকটা থেকে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছে। আর কিছুক্ষণ পর পর সাউড গ্রেনেড মারছে। এরমধ্যেই আমাদের থেকে ৫ হাত দূরেই একটি টিয়ারশেল এসে পড়লো।

- "কি ব্যাপার ! মুখ জ্বলছে না কেনো !" আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম।

আমার কথা শুনে রাকিব বলে উঠলো, "আরে ভাই দুই নাস্তার টিয়ারশেল। কোনো কাজের না।"

আসলেই হয়তো সেগুলো কোনো কাজের ছিলো না। এরমধ্যেই রাকিবের এজেন্সির লোকের ফোন আসলো। আজকে পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মতিবিলে তার অফিস বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। তাই আমরা তার বাসার লোকেশন নিয়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে বাসাবো বৌদ্ধমন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। রিকশাওয়ালা আমাদেরকে মন্দির পর্যন্ত আর নিতে পারলো না। বাজারেই নামিয়ে দিলো। হাঁটতে হাঁটতে একটি মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। হঠাৎ আমাদের চোখ মুখ জ্বলা শুরু হলো। আমরা সাথে সাথে মসজিদের ওয়ুখানায় গিয়ে চোখে-মুখে পানি দিতে থাকলাম। উল্টো আরও বেশি জ্বলছে। একটি ছেট ছেলে এসে বলছে, "ভাইয়া, এটা টিয়ারশেল গ্যাসের জন্য হয়েছে। পানি দিয়েন না।

উল্টা আরও বেশি জ্বলবে। লাইটার থাকলে আগুন  
ধরান।"

সেই এতো দূরে মন্দিরের সামনে টিয়ারশেল নিষ্কেপ  
করছে। সেই গ্যাস এতদূরে এই মসজিদ পর্যন্ত চলে  
এসেছে।

আমাদের কাছে কোনো লাইটার ছিলো না। মুখ এতো  
পরিমাণ জ্বলছিলো যে, ঐ ছোট ছেলের কথাও খেয়াল  
করছি না। আমরা চোখে মুখে পানি দিয়েই যাচ্ছি। পাশে  
সাবান ছিলো। সাবান দিয়ে মুখ ধোত করতে লাগলাম।  
যাক কতক্ষণ পর করতে থাকে।

বৌদ্ধমন্দিরের ১নং গলিতে এজেন্সির লোকের বাসা। কিন্তু  
১নং গলি পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। কারণ, সামনেই পুলিশ।  
গেলেই বুলেট ছুঁড়বে। কি আর করার ! সিদ্ধান্ত নিলাম  
এলাকার সবার সাথে মিলিত হয়ে আমরাও পুলিশকে  
প্রতিরোধ করবো। দেশটা কোন অবস্থায় তখন দিয়ে  
পোঁচে গিয়েছিলো যে, যারা সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান  
করবে তারা এখন দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর  
বুলেট ছুঁড়ছে। আবার আমাদেরকে দেশ সংস্কার করতে ও  
নিজেদের স্ব সত্ত্বাকে বলিষ্ঠ রাখতে আইনের রক্ষাকর্তাদের  
উদ্দেশ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে হচ্ছে। আসলে পরিস্থিতি  
উভয় পক্ষকেই বাধ্য করেছে। পুলিশরা তো তাদের উপর  
আসা হুকুমের গোলাম। যা আদেশ আসবে সেটাই পালন  
করতে বাধ্য তারা। কিন্তু সাধারণ একজন শিক্ষার্থী হয়ে  
আমার মধ্যে এই তাড়না জেগে উঠে। তাদের দিকে  
কোনো কিছু ছুঁড়তে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু পুলিশতো  
তো তার দায়িত্ব পালন করতেই ব্যস্ত। বিবেক বিসর্জন  
দিয়ে তারা আমাদের উপর ঠিকই বুলেট ছুঁড়ছে। পুলিশ  
বার বার আমাদের দিক সাউড গ্রেনেড মারছে। আর  
আমরাও অঙ্গুত! সাউড গ্রেনেড অথবা ফাঁকা গুলির শব্দ  
শুনলেই পেছনের দিকের সবাই দৌড় মেরে ২০০ মিটার  
দূরে চলে যায়। এগুলো দেখে নিজেদের উপরই বিরক্ত  
হলাম। এভাবেই তো এক্য নষ্ট হয়। নয়তো ঐ রোডে  
হাজারের উপর ছাত্র ছিলাম আমরা। এর মধ্যে আমরা খুব  
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি। সেই যে  
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এখানে একজনের থেকে এক বোতল  
পানি নিয়ে খেয়েছিলাম এখন পর্যন্তও কোনো কিছু গলা  
দিয়ে নামেনি। খুব বিধ্বন্ত অবস্থা হয়ে আছে আমাদের।  
তারপর ২নং গলিতে আমরা প্রবেশ করে এখানে একটা  
বাসার ভিতরে গিয়ে বসে বিশ্রাম নিতে থাকি। এর মধ্যেই  
শুনতে পারি পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে গলিতে ঢুকে পড়েছে।  
হঠাতে দোতালা থেকে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা

আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমার এখানে খোলা ভাবে  
বসে আছো কেনো ? বাবা দয়া করে তোমরা ঐ গাড়িটার  
পিছনে গিয়ে বসে থাকো। যেন বাহির থেকে তোমাদেরকে  
দেখা না যায়। আমি কিন্তু পুরো সময় তোমাদের দিকে  
নজর রাখছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত সবাকিছু নরমাল না হয়  
তোমরা এখান থেকে কোথাও যাবা না বলে দিলাম। "

আমরা ওনাকে হাঁ সূচক উন্নত দিয়ে বসে রইলাম। এর  
মধ্যেই বাসা থেকে কল আসলো।

- "কিরে কোথায় আছিস তোরা ? "
- "কোন ক্লাসে পড় ভাইয়া ? "
- "ভাইয়া দশম শ্রেণীতে। ভাইয়া খুব ব্যাথা করছে।  
কোনো দেশের পুলিশ এভাবে ছাত্রদের উপর এভাবে  
গুলিবর্ষণ করতে পারে ! "
- "হাঁ ভাইয়া, বাংলাদেশের পুলিশরা গুলো বেশ ভালো  
পারে। চিন্তা করো না বিজয় আমাদেরই হবে। তখন  
তোমার চেহারার বুলেটের এই স্পটগুলো বিজয়ের স্বাক্ষী  
দিবে। "
- "ইনশাআল্লাহ ভাইয়া আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।  
আমুকে না জানিয়ে এখানে এসেছি। "
- "তুমি না হয় চলে যাও। "
- "যাবো কিভাবে। সবই তো ব্লক করে ফেলেছে। "
- আমরা সেখানে আর বসে থাকলাম না। আবার চলে  
গেলাম মিছিলের স্পটে। দেখলাম পেছন থেকে কয়েকজন  
কিছু ভাঙ্গা টিন নিয়ে আসছে শেইল্ড হিসেবে ব্যবহার  
করার জন্য। আমরাও তাদের সাথে টিনের কভারিংয়ে  
থেকে আগানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু এরকম কভারিং  
দেখে পুলিশ একসাথে অনেকগুলো টিয়ারশেল নিষ্কেপ  
করে। রাকিবের সামনে একটি এসে পড়ে। রাকিব জায়গার  
মধ্যে সেঙ্গলেস হয়ে পড়ে। আমার চোখ ও নাক দিয়ে  
পানি পড়তে থাকে। মনে হয় যেন, কেউ নাগা মরিচ বেঁটে  
পুরোটা মুখে মেখে দিয়েছে। আর অনেকগুলো শুকনো  
মরিচ পোড়া দিয়ে নাকের সামনে ধরে রেখেছে। এর থেকে  
তো বুলেট খাওয়াও অনেক ভালো। জাবিরের দিকে  
তাকিয়ে দেখি চোখজোড়া রক্তাত লাল হয়ে গেছে।  
আমাদেরকে সবাই ধরে আগুনের কাছে নিয়ে গেল। একটু  
স্বন্তি পেলাম। রাকিবের নাকে মুখে একটি কাগজ পুড়িয়ে  
দিয়ে আগুনের হিট দেওয়া হলো। বেশ কিছুক্ষণ পর সেল  
ফিরলো। চারদিক অধ্বরার হয়ে গিয়েছে। শুনছি সরকার  
দলীয় ছেলেরা এলাকার চারদিক দিয়ে ঘেরাও করার চেষ্টা  
করছে। আমরা এখানে আর কতক্ষণ থাকবো। ছাত্রদের  
সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

এখন যেভাবে হোক আমাদেরকে ১নং গলিতে যেতে হবে। এখান দিয়ে বের হবার দুটো রাস্তা আছে, আবার এজেন্সির লোকটির বাসাও সেখানে। টার্গেট এখন একটাই। যেভাবে হোক ১ নং গলিতে রিচ করা। পুলিশের ফায়ারিংয়ের মাঝেই বার বার আগামোর চেষ্টা করি। কিন্তু টিয়ারশেল গ্যাস নিষেপ করলেই আবার পিছনে হটা লাগে। এরকম ভাবে ৫ বার এটেম্প্স নেওয়ার পর ৬ বারের বেলায় ১ নং গলিতে প্রবেশ করতে পারি। তারপর এজেন্সির মালিকের বাসায় গিয়ে তাকে পাসপোর্ট জমা দিয়ে আমরা একটি নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করি। এরমধ্যেই দূর থেকে দেখি যে, পুলিশ সরে গিয়ে সরকার দলীয় ছেলেদের হাতে কন্ট্রোল দিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ধারালো অস্ত্র। মেইন গলির প্রবেশমুখে দাঁড়ানো আছে। কিছুক্ষণ পরেই তারা গলিতে প্রবেশ করে ছাত্রদের উপর আক্রমণ চালায়। ১ নং গলিতে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ এই গলিটির মেইনগেইট ততক্ষণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর আমরা একটি সরু গলি দিয়ে বাসাবো বৌদ্ধমন্দির এলাকা হতে বেরিয়ে আসি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকি না জানি কি হচ্ছে সেখানে। অনেকগুলো স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা রয়েছে সেখানে। তারা তো এই দানবদের সাথে পেরে উঠবে না। অবশ্যে অনেক জটিলতা পেরিয়ে রাত সাড়ে ৯টা বাজে বাসায় এসে পৌঁছাই। আমাদেরকে দেখে আবু আম্বু যেন স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস নিলেন। ফ্রেশ হয়ে অনলাইনে প্রবেশ করে দেখি আজ আমাদের ভার্সিটির ৪ জন শহীদ হয়েছে।

ঠিক রাত ১০টার পর ওয়াইফাইয়ের নেট স্লো হতে হতে পুরো বন্ধ হয়ে গেল। আমার আর বুবাতে বাকি থাকলো না যে, সামনে আরও ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে। - "আবু আমরা বাসাবোতে এসেছি রাকিবের পাসপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য। আমরা একদম নিরাপদ আছি। এখানে কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু ঠিকঠাক। রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই। তাই বাসায় আসতে দেরি হবে হয়তো। তোমরা কোনো চিন্তা করো না।"

- "খাওয়া দাওয়া করেছিস ?"

- "হ্যাঁ, একদম। শাহজাদপুরেই আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া করেছি। এখনও পেট ভরে আছে।"

গোলাগুলির শব্দ শুনেই সাথে সাথে কল কেটে দিলাম। আবু হয়তো শুনতে পাননি। নয়তো ঠিকই আবার কল দিতো। আম্বু হলে হয়তো এভাবে মিথ্যা বলতে পারতাম না। বললেও আম্বু ঠিকই ধরে ফেলতে পারতো। মায়েদের আল্লাহ এই সক্ষমতা দিয়েছেন। বিজ্ঞান বলে, মা ও সন্তানের মাঝে একধরনের টেলিকমিউনিকেশন লিংকআপ থাকে। সন্তান কোনো বিপদে পড়লে মা টের পেয়ে যায়। একটু পর মনে পড়লো পাশের এলাকা খিলগাঁওয়ে ভার্সিটির ফ্রেন্ড রাবির থাকে। তাকে একটি কল দিলাম।

- "রাবি কোথায় আছিস ? "
- "ভাই, আরেকটুর জন্য আমার গায়ে বুলেট লাগেনি। তুই কোথায় ? এতো গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে যে ! "
- "আমি বাসাবো বৌদ্ধমন্দিরের এখানে। "
- "তুই সেখানে কি করিস। আমরাও তো সেখানে ছিলাম। পরে বের হয়ে চলে আসি। এখানে একটা স্কুলে শেল্টার নেই। কিন্তু আমাদের ৫০ জনকে ট্র্যাপে ফেলার চেষ্টা করে। গেইট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ভাঙ্গতে পারেনি। "
- "আমরাও এখানে আটকে গেছি। "
- "তোরা এখানে থাকিস না। যেভাবেই হোক আমাদের এলাকায় চলে আয়। "
- "আচ্ছা দেখি। সবদিক দিয়ে রুক করে রেখেছে। তুইও সাবধানে থাকিস। "বেশকিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা চলে গেলাম আসল স্পটে। বসে বসে বিশ্রাম নেওয়াতে কিছুটা এনার্জি রিচার্জ হয়েছে। জাবিরের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোসকা পড়েছে। তাও দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমাদের সাথে চলছে। আমাদের দুইজনের হাতে তখন কোনোকিছু ছিল না। রাকিব কোথা হতে একটি লাঠি সংগ্রহ করে আনে। লাঠি পাওয়ার পর ওর ভিতরের উভেজনা আরও টান টান হয়ে যায়। পারছিলো না যে, নিজেই একা একা সরাসরি পুলিশের সামনে গিয়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করে। ওর এমন উভেজনার জন্য তাকে বারবার আমরা দুইজন সতর্কতা অবলম্বন করতে বলছিলাম। এর মধ্যেই পুলিশের ছোঁড়া বুলেট আমাদের গায়ে এসে লাগে। রাকিবের ঠোঁটের বাম পাশে একটি বুলেট চুকে যায়। আরেকটি বুলেট তার ডান হাতে হিট করে। একটি বুলেট আমার কপালে হিট করে। কিন্তু চুলগুলো এলোমেলোভাবে কপালের উপর ঘনভাবে ছড়ানো ছিল। তাই এখানে কোনো স্পট ফেলতে পারেনি। কিন্তু জায়গাটা অনেকটা ফুলে যায়। বুলেটগুলো বেশ ছেট ছেট হয়। সাময়িক আঘাতের জন্য মারা হয়। কিন্তু চেখের জন্য খুবই ভয়বহু। আমাদের আশেপাশে আরও কয়েকটি ছেলের গায়ে বুলেট লাগে। আমাদেরকে ২ নং গলিতে নিয়ে যাওয়া হয় ফার্স্ট এইডের জন্য। গিয়ে দেখি একটি ছেলের পুরো চেহারাতে ৬-৭ টা বুলেট চুকেছে। আমাকে বলে ভাইয়া, কপালের দিকের বুলেটটা বের করতে পারছিনা। একটু সাহায্য করবেন ? তারপর আমি একটু তুলা নিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বুলেটটা বের করলাম।

Md Saiful Islam Shaown

ID : 41230301787

Semester : 3

Section : J



# ডক্মণ পিন্ধুর ছিল অনিয়ার্থ

একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে স্বাধীনতা অতুলনীয়। ৩০ লাখ মানুষের রক্ত আর দুই থেকে আড়াই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর ২৩ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসন শেষে বাংলাদেশের মানুষ অর্জন করেছিল ভৌগোলিক স্বাধীনতা। গোলামির শিকল ছিল করে বিশ্বপরিসরে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে যে স্বাধীনতা তার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা নেই। একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ অর্জন করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। পাশাপাশি অর্জিত হয়েছিল জনগণের স্বাধীনতাও। গত ৫৩ বছরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দৃশ্যত সমুন্নত থাকলেও জনগণের স্বাধীনতা বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। যার অভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়েছে বারবার জনগণের কাছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের লোভ-লালসা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মনোভাবের কাছে বারবার জিম্মি হয়ে পড়েছে সে স্বাধীনতা। বাংলাদেশের ইতিহাস হলো ছাত্রসমাজের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস। জাতির সব মহৎ অর্জনে ছাত্রসমাজ ছিল সামনের কাতারে। ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত চেলে তারা মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার অর্জন করেছিল। এর আগে কোনো জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বুকের রক্ত ঝরায়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার বছরের মাথায় ছাত্রসমাজ উপলক্ষ্মি করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে তারা প্রতারিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি সেনাশাসক স্বংসারিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন ঘটে গণ অভ্যুত্থানে। যার নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের বদলে যখনই ফ্যাসিবাদ ও সেনাশাসনের অপচর্চা চলেছে রুখে দাঁড়িয়েছে ছাত্রসমাজ। নৰহয়ের গণ অভ্যুত্থানে তারাই ছিল পরিচালিকা শক্তি। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পৌনে ১৬ বছর ধরে দেশে কর্তৃত্ববাদের যে নগ্ন চর্চা চলেছে তার সামনে বিরোধী দলগুলো ছিল অসহায়। কোথাও প্রতিবাদের কথা উচ্চারিত হলেই দমন করা হতো শক্তভাবে। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীনদের হিজ মাস্টার্স ভয়েসে পরিণত হয়েছিল। দেশে চালু হয়েছিল জবন্য এক পরিবারতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় সম্পদ পরিণত হয়েছিল ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পদে। সংবিধানে উল্লিখিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রহসনে পরিণত হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। এ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে ছাত্রসমাজ। যার শুরু কোটা বা বৈশ্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে। শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলনকে পাত্তা দেয়নি অপরিগামদশী শাসকগোষ্ঠী। আন্দোলন নিয়ে শুরু হয় তাচ্ছিল্য। ছাত্র-জনতার পাশে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নামে। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর এ বছরের জুলাইয়ে গড়ে ওঠে সুদৃঢ় জাতীয় এক্য। পার্থক্য হলো কোনো দল নয়, নেতা নয়, ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় মহাজাগরণ। দেশের মানুষ দীর্ঘ পৌনে ১৬ বছর ধরে কথা বলার, মতপ্রকাশের, নিজেদের ইচ্ছামতো চলার যে স্বাধীনতা হারিয়েছিল তা অর্জিত হয় ৩৬ জুলাই বা ৫ আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের সুমহান জয়ে। মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীনভাবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মতো জনগণের স্বাধীনতাও সবচেয়ে বড় মানবাধিকার। জনগণের স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ নয়।

বরং এ স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থহীন। রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নয়, মানুষ। মানুষ ছাড়া কোনো রাষ্ট্র কল্পনা করাও কঠিন। ছাত্র-জনতার আন্দোলন মানুষের কথা বলার, স্বাধীনতাবে চলার, যে অধিকার এনে দিয়েছে তাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। লাল-সবুজের পতাকাবাহী ছাত্রসমাজ তথা নতুন প্রজন্মের কাছেই জনগণের স্বাধীনতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও নিরাপদ থাকবে- তার প্রমাণ ইতোমধ্যে মিলেছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে যারা দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, জোর করে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে তাদের কাছে এই বিপ্লবী যুবকদের সুস্পষ্ট বার্তা-স্বেরশাসকের সময় শেষ। তারা এমন এক নতুন প্রজন্ম, যারা তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তারা ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথিবীর কোনো বিপ্লবই রক্তপাতহীন নয়; কোনো বিপ্লবই পুস্পসজ্জিত সড়কপথের আনন্দদায়ক শোভাযাত্রা নয়। বিপ্লব মানেই আত্মাত্যাগ, বিপ্লবের অপর নাম আত্ম উৎসর্গ। আমাদের ছাত্র-জনতা বিপ্লবের ধ্রুপদী পথই অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

নামঃ মোঃ মিল্লাত

আইডিঃ 41230100790

ডিপার্টমেন্টঃ কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং



# উত্তরাধি মেই চিন

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ১৮ ই জুলাই উত্তরা বিএনএস এ আমাদের ভার্সিটির আসিফ মারা যায় ও আরো ছাত্ররা আহত হয় । সেদিন আমাদের সেকশনের দুজন শিক্ষার্থীও আহত হয় । ওদের সাথে বিজয় স্বরণী রোডে দেখা । পরে আমরা তিনজন জান্মাত ম্যাম এর বাসায় যাই দুপুরের দিকে । ম্যাম খুবই অমায়িক । প্রায় প্রতিদিনই আমার কাছ থেকে সেকশনের সবার খোঁজ খবর জানতে চাইতেন । আর বলতেন, "যেকোনো সমস্যায় সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে ।" তার বাসাতেই দুপুরে খাওয়া । আহত দুজন বিশ্রামও নেয় । কিছু ফাস্ট এইড সরঞ্জামও দিয়ে দেন আমাদের । রাতে মোমবাতি প্রজ্বলন হলো ভার্সিটিতে যদিও যেতে পারি নি । এরপর থেকেই প্রচন্ড দুঃখ ও ক্ষোভ মনের মধ্যে ভীড় করে থাকে । কী দোষ ছিল আমাদের? সামান্য অধিকার চাওয়ায় এই স্বৈরাচার সরকার আমাদের রাজাকার বলে এবং নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় । এরপর থেকে কোনোভাবেই আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারি নি । উত্তরার আন্দোলনে কম বেশি সক্রিয় ছিলাম । আর এর কৃতিত্ব দিতে হবে আমার মা কে । আম্মু কখনোই বলে নি ঘরে বসে থাকতে । বরং আম্মুই আরো আন্দোলনে চলে যেত । এমনই একটি দিন ছিল ২রা আগস্ট যাকে আমরা বলি ৩৩ শে জুলাই । আম্মু যোহরের নামাজ পড়ে আমার আগেই চলে যায় আন্দোলনে । আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি । ওদিকে হাউজ বিল্ডিং এ সেনাবাহিনীর গাড়ি । ছেট একটা দল নামাজের পর ৬ নং সেক্টরের পার্কের পাশের মসজিদের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে । মিছিল শুরু হতেই আম্মু ফোন দেয় । আমিও চলে যাই । আমাদের ছেট দলটি মিছিল নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ৯ নং সেক্টরে চলে যায় । পরিকল্পনা ছিল সেক্টরের ভিতরে মিছিল দিয়ে দল আরো বড় করে মেইন রোড ঝুক করব । আস্তে আস্তে দল সম্প্রসারিত হওয়া শুরু হলো । মাইলস্টোনের স্টুডেন্ট, রাজউকের স্টুডেন্ট, উত্তরা হাইক্ষুলের স্টুডেন্ট ইত্যাদি ও সাথে বেশ কয়েকজন অভিভাবক । হঠাৎ সমন্বয়কদের একজন বলছে, " কিছুক্ষণ আগে ছাত্রলীগের মিছিল গেল এখান থেকে, তব পাওয়ার কিছু নাই, যে যা পারেন লাঠি হাতে রাখেন ।" মেইন রোডে মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে এমন সময় আমাদেরকে বলা হলো ১১ নং এর দিকে যেতে ওখান থেকে নাকি আরো স্টুডেন্ট যোগ দিবে । ওদিকে যেতেই শুনতে পেলাম সাউন্ড গ্রেনেড এর শব্দ । এই শুরু হলো দৌড়াদৌড়ি । সবাই ইট হাতে নিয়ে নিলাম । ভাইয়ারা আমাদের মেয়েদের বললো মাঝখানে সেইফ থাকতে । দৌড়ানোর সময় একটা মেয়ে আমার সাথে ছিল । মেয়েটাকে একটু পর পর একজন পুরুষ ও নারী এসে সেইফ থাকতে বলছিল । জানতে পারলাম তারা মেয়েটার বাবা মা । মেয়েটা বাসা থেকে দৌড় দিয়ে চলে এসেছে, পিছনে পিছনে তার বাবা মাও এসেছে । এরই মধ্যে আবারো সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ । শব্দ খুবই কাছাকাছি চলে আসে । আমি সহ বেশ কয়েকজন আমরা ১১ নং সেক্টরের ৩ নং রোডের ১৬ নাম্বার বাসার সিঁড়িতে আশ্রয় নেই । ওদিকে শুনতে পারি ছাত্রলীগ ও পুলিশ চলে এসেছে । বাহিরে কি চলছে জানি না কিন্তু অবস্থা ভয়াবহ বুবাতে পারি । হঠাৎই শুনতে পাই কার যেন গুলি লেগেছে । বেশ কয়েকজন আপু নিচে গেল । এদিকে বাড়িওয়ালি চিল্লাছে যে, "তোমরা ভিতরে থাকো কিন্তু শব্দ করো না, ওরা এমনিতেই আমাকে টার্গেট এ রেখেছে, আমি গত কয়েকদিন তোমাদের আন্দোলনের খাবার সরবরাহ করেছিলাম । এখন আশ্রয় দিয়েছি জানলে আরো সমস্যা ।" হঠাৎই প্রচন্ড চিংকার চেঁচমেচি, মেয়েরা উপরে উঠতেছে আর বলতেছে ছাত্রলীগ বিল্ডিং এর ভিতর দুক্তেছে । ছাত্রলীগের কাছে রিভলবার ও আরো অস্ত্র । আমরা কয়েকজন মেয়ে টপ ফ্লোরে গিয়ে উঠলাম । এরপর এক দরজায় নক করে বলি, " আন্টি দরজা খুলেন, আমাদের একটু জায়গা দিন ।" একটু পর দরজা খুলে আমাদেরকে ভিতরে আশ্রয় দিল । আমরা প্রথমে ড্রয়িং রুমে ছিলাম । সেখানে সেই মেয়ের আম্মু জিজেস করছে, "আমার মেয়ে তো তোমার সাথে ছিল, আমার মেয়ে কই, " আমি তো পুরাই থ, মেয়ে তো আমার সাথে নেই, বললাম, " আন্টি ও সিঁড়িতে আমার থেকে আর একটু সামনে বসা ছিল , এরপর আর জানি না ।"

এদিকে এক অভিভাবক বলছে, "আমার ছেলেটা এখনো বাইরে, জানি না ওর কি অবস্থা" আমরা সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছি। এরপর খবর আসে, ছাত্রলীগ নাকি ভিতরে ঢুকে ঢুকে স্টুডেন্ট দের খুঁজছে। আমরা রামের ভিতর গিয়ে দরজা লক করে বসে আছি। সবাই আমরা ভয়ে বসে আছি। জানালা দিয়ে দেখছি নিচে ছাত্রলীগ আর পুলিশ। মনে হচ্ছে আজ আর রক্ষা নেই। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারি আমি আর শান্তা মারিয়াম এর এনি আপু বাদে বাকিরা স্কুল কলেজের স্টুডেন্ট। এর মধ্যে একদল মেয়েরা তাদের বাবা মাকে না বলেই চলে এসেছে। ওদেরকে বাসা থেকে ফোন দিচ্ছে, ওরা সবাই মিলে বলতেছে, আন্দোলনে আসে নি, এক বান্ধবীর জন্মদিনে আসছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি এই মেয়েগুলোর দিকে। আজকে কিছু হয়ে গেলে কি হবে। হঠাৎ আশ্মুর ফোন আসলো, আমি এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে, আমি ফোন ধরে বলতেছি, "আশ্মু বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।" আশ্মু জেনে নিল কোথায় আটকা পড়েছি। প্রতিটা মুহূর্ত কাটছিল আতঙ্কে। কেউ কেউ বলল, আজকে আর বাসায় যেতে পারব না, কালকে সকালে বের হতে হবে। আবার শুনলাম পুলিশ নাকি বাসায় বাসায় তল্লাশি করছে। একজন বলল, পুলিশ আসলে গ্রেফতার করবে কিন্তু ছাত্রলীগের হাতে ধরা খেলে রক্ষা নেই। এসব শুনতে শুনতে ভাবতে ভাবতে প্রায় সন্ধ্যা, জানতে পারলাম এখন রাস্তা ফাঁকা, তাও আমরা ভয় পাচ্ছি বাসায় কিভাবে যাব। আমরা মেয়েরা ছেট ছেট দল করে বের হওয়া শুরু করলাম। নিচে নেমেই দেখি ১৬ নাম্বার বাসার নিচ থেকে আশ্মু আমাকে ডাকছে। দৌড়ে গেলাম আশ্মুর কাছে। আশ্মু আমাকে বলল, আমাদের সাথে আরেকটা ছেলে যাবে। ছেলেটা সাদা প্যান্ট পড়া। এক জায়গা লাল হয়ে আছে। জিঙ্গেস করলাম কি হয়েছে, বলল, ওখানে ছাত্রলীগ আঘাত করেছে। তার চেয়েও ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম যখন আশ্মু বলল তার শরীরে ছাত্রলীগ রিভলবার তাক করেছিল, এরপর রিভলবার আবার লোড করার সময় আশ্মু ধাক্কা দিয়ে দৌড় দিয়েছিল, তাও হাতে আঘাত করে। সে জায়গা এখনো (১৭ই আগস্ট) কালো হয়ে আছে। এরপর নিরাপদে বাসায় চলে আসি। বাসায় এসে আরো জানতে পারি একজন ছেলের চোখে গুলি লেগেছে। কয়েকজন মেয়েকেও ওরা পিটিয়েছে। সেদিন উভরার ঘটনার পর সমন্বয়করা আরো ভালো মতে পরিকল্পনা করে রাস্তায় নামে। ৩৪ শে জুলাই আর বের না হলেও ৩৫ শে জুলাই 'এক দফা এক দাবির' আন্দোলনে আবার যোগ দেই। ৩৬ শে জুলাই (৫ই আগস্ট) লং মার্চ এর দিন রাস্তায় নামি। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিন আমরা বিজয় পেয়ে যাই। আনন্দ মিছিলে মানুষ আর মানুষ। প্রচন্ড আনন্দ করি রাস্তায়। পরদিন খবরের কাগজের হেডলাইন স্বৈরাচারের পতন!

**Mst Hafsa khanom  
Northern university Bangladesh  
Department of Computer Science and Engineering  
2nd semester**

# অধিবৃত্তি

২০২৪ জুলাই, আমাদের ছাত্রদের জীবনের আতঙ্কের এক ইতিহাস লিখিত মাস। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের পরে সারাদেশ আন্দোলনে ফেটে পড়েছিলো। এরপরেই ঢাবি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের হামলা এবং ২৪ এর প্রথম শহীদ হলেন রংপুরের আবু সাঈদ। ১৬ তারিখ থেকে সারাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ক্ষেত্রে আন্দোলনে ফেটে পরে বাসায় বসে বসে ফেসবুকে এসব দেখে নিজে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরছিলাম নিজেকে পারছিলাম না কোনো ভাবেই ঘরবন্দী করে রাখতে। এরপর আসলো বিভৎস দিন ১৮ জুলাই। যেদিন সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভাইবোনদের উপর অতর্কিত হামলা হলো। ১৮ জুলাই দুপুর ১২টার পর আমি বাসা থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিলা বসুন্ধরা গেট আন্দোলন এ যোগ দিতে, কারণ নিজের বিবেক বারবার প্রশ্ন করছিলো আমিকি আসলে এই দেশের ছাত্রী হিসেবে যোগ্যতা রাখি? নিজের বিবেকের তারনায় ওদিন ছুটে গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগেই উত্তরা বিএনএস ও ব্র্যাকে হামলা হওয়ার ভিডিও/চিত্র দেখেই গিয়েছিলাম। বসুন্ধরায় যতক্ষণ ছিলাম অনেক ভয়ভীতি নিয়েই। এরপর আন্দোলন শেষে বাসায় এসে যা দেখলাম তা দেখার পর এতটাই ভেঙে পরবো ভাবিন। ফোন হাতে নেওয়ার সাথে সাথেই খবর পেলার আমাদের নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় এর ইংরেজি বিভাগের একজন শহীদ হয়েছে। মানসিক ভাবে ওই মুহূর্তে খুব ভেঙে পরি। এরপর ১৮ জুলাই রাতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হলো। কাটাতে শুরু হলো আতঙ্কে রাতগুলো, সবসময় একটা আতঙ্ক অনুভব করতাম। বাসার আসেপাশে একটু জোড়ে শুরু হলে আতঙ্কে উঠতাম। একটা বাজে ট্রামার ভিতর দিয়ে দিন কেটেছিলো তখন। এছাড়াও ইন্টারনেট বন্ধথাকা কালিন এলাকায় গোলাগুলি, হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাও নিজের এলাকায়, এতে বুবাতে আর অসুবিধে হওয়ার কথানা কতটা ট্রামটাইজ ছিলাম ওই সময়টায়। এরপর ইন্টারনেট আসার পর আরো বড় আতঙ্ক, সেটা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের বাসাবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার মনে হলো আমি আরো ট্রামার মধ্যে চলে গিয়েছি। রাতের বেলায় বাড়ির মেইনগেট খোলার শব্দ শুনলেও এতটা আতঙ্কিত হয়ে পরতাম যে আধা ঘন্টায় ও সেই আতঙ্ক রিকভার করে উঠতে পারতাম না। এসব ঘটনায় আমার আশ্চর্য বললো একদিন, বাসায় কেউ এসে যদি কখনো জিগ্যেস করে এই বাড়িতে স্টুডেন্ট আছে কিনা। আমি যাতে বলি আমি পড়াশোনা করিনা, এখানে কোনো স্টুডেন্ট নেই। এরপর আমি নিজ দ্বায়িত্বে আমার ইউনিভার্সিটির আইডিকার্ড লুকিয়ে ফেলি কাপড়ের ড্রয়ারের নিচে। এরপর আসলো ঐতিহাসিক ৫আগস্ট, এরপর থেকে আতঙ্ক ট্রাম করতে শুরু করে। এখন আলহামদুল্লাহ ভালো আছি। জীবনের এত আতঙ্কের একটা সময় কাটাবো শুধুমাত্র ছাত্রী হওয়ার কারণে কখনো কল্পনাও করিনি, আর সারাজীবন মনে রয়ে যাবে এই আতঙ্কের সময়টা।

নাম: নুসরাত জাহান মীম  
 ডিপার্টমেন্ট: বাংলা  
 সেমিস্টার: স্প্রিং ২০২৪

# ECHOES OF PAIN

## & "MY EXPERIENCE WITH HELPLESS VICTIMS"

Many people have died and many people have been deeply affected by this tragic movement that happened in Bangladesh a few days ago. And this agitation disturbed my sleep at night. During the movement, I felt the deep pain of not being able to do anything directly in the movement. Even though the situation in the country is somewhat normal, my concern for those who have been injured did not go away. When I slept at night, the echo of their suffering would come to my ears. Thinking of my peace of mind, I decided to stand by the side of these helpless people, help them as much as I could, and work towards that goal. My home is Gazipur, I lay at home and came to Dhaka to listen to the stories of these injured and helpless people and to share their sorrow. After that, I spoke to some of my friends and senior brothers and sisters and formed a group that also work with some foundations. Then we collected funds for these helpless people and made a list of those who were affected by the movement and were left behind. Dhaka Medical College Hospital, Suhrawardy Medical College, and Pangu hospital talk to those patients and also talk to their families for learn about their family condition and physical condition. I have helped around 50 to 60 families, and am still working to help more families.

For my work, when I see these helpless people breathing a little healthy breath, all the pain inside me disappears. I want to say to all, who are now suffering physical pain in the hospital, that all of you should help the sick people as much as possible from your side. I believe that, By standing next to each other, we can create a beautiful, healthy, and wonderful Bangladesh in the future.

Please everyone pray for me so that I can complete my work properly. And I wish I could be humble and so modest forever.

Nilima Hasan Mohona  
Northern University Bangladesh  
Computer Science and Engineering.  
Semester: 08

# জেল পর্ব

১৮ তারিখ আন্দোলনে বিএনএস থেকে আনুমানিক ৪টা সময় পুলিশের কাছে গ্রেফতার হই। গ্রেফতার হওয়ার সময় যে অত্যাচার করা হয়েছে আমার উপর তা অসহনীয় ছিল যেকোনো মানুষের জন্য। ১৯ তারিখ বিমানবন্দর থানায় এবং সেখান থেকে ২০ তারিখ কেরানিগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয় আমাকে। সেলে সাধারণত যে রুমে ২জন থাকার মতো ছিল সেখানে প্রতি রুমে ৫জন করে থাকতাম চাপাচাপি করে। খাবার ওবেলা দিতো কিন্তু তরকারি একদম বিশ্রি রকমের ছিল এবং খাবারে পোকাও থাকতো। দিন যাচ্ছে আর আমাদের সময় যাচ্ছেনা। দিনের পর দিন একরুমে বসে কতো চিন্তা, কবে বাহির হবো। কবে বাবা মায়ের মুখখানা দেখতে পারবো। আসলেই কি বাহির হতে পারবো!! নাকি আমাদের জেলেই থাকতে হবে। আমার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছিল দেশদ্বেষী, বিষ্ফোরক, হত্যাকারী আরো অনেক। সবমিলিয়ে ১২টি ধারায় মামলা দিয়েছিল আমার বিরুদ্ধে। এর কোটে মধ্যে কোটে যাকেই হাজির করানো হচ্ছে তাকেই আরেকটা মামলা দিয়ে এবং ৩/৪/৭ দিনের রিমান্ডে নিচ্ছে। বিপদের মধ্যে আরো বিপদ। এভাবে আতঙ্কের মধ্যে দিন যাচ্ছে। শেষমেশ ৫ তারিখ রাত এশার নামাজ পড়া অবস্থায় খবর আসলো যারা ১৬ তারিখের পরে গ্রেফতার হয়েছেন তারা বাহির হোন রুম থেকে আপনাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুনে আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পরলাম। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। সত্যিই আমি জেল থেকে বাহির হবো শুনার পর যতটা আনন্দে ছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো ছিলনা। শেষমেষ ৬ তারিখ রাত ১.৩১ মিনিটে দীর্ঘ ২০ দিন পর স্বাধীন বাংলাদেশে এসে দিলাম এক ভোঁ দৌড়।

Raj Mukut, CSE

# চৰিতা



## রক্তান্ত বাংলা

আমার লাল সবুজের বাংলাদেশের রাস্তা ঘাট আজ রক্তে লাল,

উচিত কথা কইতে গেলেই গুলি চালায় মিটস বাল,

সেই গুলি খায়া মরে আমার দেশের গুণী ছাত্র,

গুলি চালাস কোন সাহসে তুই? আমার টাকায় কেনা অন্ত!

দেশটা কি তর বাপে দিছে নাকি দিছে চেরাগের জীন,

আমরাও তো ভুলি নাই রে ব্যাটা ৩০ লক্ষ্যের ঝণ,

তুই দ্যাশ্টারে করতাহোস বিলি রাক্ষস গো হাতে,

আমরা তো চুপই ছিলাম, কিছুই কই নাই তাতে।

যত বারই তোগোর কাছে ন্যায্য হিস্যা চাই,

তোগোর বুকের মধ্যে কি জানি একটা খচ কইরা কামড়ায়,

তোরা মানুষ করোস গুম,

রাইতের বেলা মানুষ ধরোস, কাইড়া লোকের ঘুম।

বুকের উপরে গুলি চালাস ধূম ধূমা ধূম ধূম।

মো: রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত

Dhaka Polytechnic Institute

Architecture Department, 8th Semester

## চবিশের চোখ

আমাদের চোখ শান্ত ছিলো  
আর ছিলাম চুপ করে  
হঠাতে কোটার অন্যায় দেখে  
আমাদের চোখ রেগে উঠে।  
আমাদের রাণী চোখ নিয়ে  
নিরন্ত্র হাতে নামি মাঠে,  
অন্ত নিয়ে পশুরা নামে  
আমাদের দমিয়ে দিতে।  
চোখ থেকে জল নামে  
আর চিংকার করে কাঁদে,  
কিভাবে পারলি তোরা  
আমাদের রক্ত ঝরাতে?  
জল পড়া থেমে যায়  
চোখে ক্রোধ ভেসে উঠে,  
জীবন দিয়ে দিবো  
নাহি পিছু হটবো।  
তবু ভয় জাগে  
কি জানি কি হয়  
বিমান থেকে গুলি করে  
যদি জীবন করে ক্ষয়?  
সব শক্তা কাটিয়ে  
চোখে সাহসী হয়ে উঠে,  
পিছু হটবো না  
জীবন গেলে যাবে।  
ছত্রিশে জুলাই আবার  
চোখে জল আসে,  
এত আনন্দের অশ্রু  
বিজয় এসে গেছে।

মো: মোসাববীর হোসেন  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়  
কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং  
বর্ষ: ২য়  
সেমিস্টার: ১ম

## আহত স্বদেশ

আমি সেই দেশের নাগরিক বলছি,

যে দেশ স্বাধীনতা ধরে রাখতে হয়েছে ব্যর্থ।

আমি সেই দেশের নাগরিক বলছি,

যেদেশে ছাত্রসমাজ, শিশু প্রাণের নেই কোনো অর্থ।

যেদেশে চাকরি রক্ষার্থে প্রাণ নেওয়ার কাজ করে,

যেদেশে মেট্রো সম্পদ আগে, প্রাণ তার পরে।

সেথায় স্বাধীনতার পাহারায় শহীদ হয় পড়ুয়া সমাজ,  
তাদের পরান নেয় যারা দেশ রক্ষার নামে করে কুচকাওয়াজ।

তাই বুঝি তিরিশো লাখ মানুষ বিলিয়েছিলো প্রাণ,  
আগামী জানিলে তারা হয়তো করিতো ভালোত্তৰে সন্ধান।

যদি শুধাও, দিয়েছো কেনো প্রাণ স্বার্থপরের দেশে?

উত্তরে বলি, আমারই তো দেশ, সব কিছুরও শেষে।

আজ গুরুতর আহত আমার এই স্বদেশ,

সেদেশের নাম বাংলাদেশ।

হাসনাত মাসুম

## কোটার আদ্যোপান্ত

বৈষম্য তারা মানে নি কভু  
 তুলিয়াছেন হাতিয়ার,  
 তাহার নাতি আজ কোটাধারী  
 বৈষম্যের দাবিদার।  
 আওয়াজ তুলায় বলে দিলো  
 আমরা রাজাকার,  
 কুকুর ছানা লেলিয়ে বলে  
 তোরা বাংলা ছাড়।  
 ভাই মারলি, মারলি শিষ্ট  
 মারলি গুলি করে,  
 বিবেক খানা বেচে দিলি  
 চার আনা দরে।  
 শেষবেলা তুই ছাড়লি গদি  
 কি পেয়েছিস বল?  
 ওরে তোরা স্বেরাচারের দল!  
 ওরে তোরা জানোয়ারের দল!  
 আন্দোলনের বীরত্ব লিখা  
 ইতিহাসের গানে,  
 সত্যের পথে চলবে চাকা  
 ন্যায়বিচারের মানে।

আনিসুর রহমান আসিফ  
 নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ  
 ডিপার্টমেন্টঃ সিএসই

## ছাত্র আন্দোলন কি?

ছাত্র আন্দোলন, এক জ্বলন্ত চেতনা,  
 উদ্বোধন করে মুক্তির প্রত্যাশা,  
 আশার কিরণ, বিপ্লবের সন্তা,  
 শিক্ষার তরে, সৃষ্টির প্রেরণা।

বিরোধিতা, অন্ধকারের বিরুদ্ধে,  
 তাদের কঢ়ে প্রগতির ভাষা,  
 অ্যাথলেটিক গর্জনে, দ্রোহের সুরে,  
 স্বাধীনতার সঙ্গী, সাহসী প্রত্যাশা।

আনিসুর রহমান আসিফ  
 নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ  
 ডিপার্টমেন্টঃ সিএসই

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি আমার ভাইয়ের  
 রক্তে লেখা এক নাম।  
 স্বাধীনতা তুমি, শহীদের রক্তে  
 আল্পনা আঁকা এক গ্রাম।

তোমায় পাবো বলে হে স্বাধীনতা  
 বুকেতে নিয়েছি গুলি,  
 রাইফেলের ওই বারুদের ছোয়ায়  
 ঝাঁঝড়া করেছি খুলি।

তবুও মোরা দিয়েছি রক্ত  
 করিনিতো কোন ভয়,  
 তাইতো মোরা শেষ পর্যন্ত  
 তোমায় করেছি জয়।

স্বাধীনতা তুমি হলে,  
 ছেলে হারা মায়ের সান্ত্বনা।  
 তোমায় পেয়ে বোন ভুলেছে  
 ভাই হারানোর বেদনা।

স্বাধীনতা পেয়েছি মোরা,  
 হতবাক বিশ্বময়।  
 ছাত্রসমাজ তো সব ই পারে  
 নাইতো মোদের ভয়।

৭১ এ করলাম স্বাধীন  
 ২৪ এ তে ও তাই  
 স্বাধীনতা পেয়েছি মোরা ৩৬ এ জুলাই।

আনিসুর রহমান আসিফ  
 নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ  
 ডিপার্টমেন্টঃ সিএসই

## আত্মবলিদান

এ কিসের নেশা?  
এখানে কি আছে?  
কে এইভাবে টানে?  
মাটির নেশা এত গভীর হয় কেমনে?  
যেনো আমার শিকড় ধরে কেউ টানতেছে  
ভিতরে কি যেনো ছটফট করতেছে  
সে সব কিছু উপরে ফেলতে চায়  
টেনেইচড়ে তুলে ফেলতে চায়  
যত ক্ষত আছে  
যত বুক আছে  
বুলেট বিন্দ বুক,  
গেঁথে দিতে চায়  
নতুন নির্বিষ বীজ।  
যে বীজে লিখা আছে  
মুক্তির গান  
সাম্যের গান  
মানুষের প্রতি ভালবাসার গান  
বিজয়ের গান  
মাটির প্রতি টান এত অঙ্গুত কেনো?  
এতো মোহ কেনো এতে?  
কেনো রক্ত কান্না করে-  
বায়না ধরে, মাটির কাছে যেতে।  
শিরা উপশিরা কেনো টগবগ করে?  
এত!জলে কেনো, চামড়ার নিচে?  
মনের ভীতর থেকে আমিত্তটাকে জবাই করে  
এই মাটির জন্যইবা কেনো আত্ম বলিদান  
হে বলবান  
হে বীর  
হে মহাপুরুষ  
উত্তর দাও আমায়  
পুরো কিসের নেশায়?  
ঘুরো কিসের আশায়?  
বুকে বন্দুক ধরো কাকে ভালেবেসে?  
এ মা,  
এ মাটি  
এ জননী  
এ ধরণী, তো  
রক্ত চায় না।

হিস্তুতা চায় না  
চায়না বলিদান।  
তবে কে তোমাকে করিবে মহান?  
বলো বীর  
বলো কেথায় তোমার নীড়।  
কেনো তুমি রাজপথে?  
যে পথে, হায়না, পিশাচ -  
ঘুরে মহাসুখে  
কেনো তুমি ওদের লুটের খেলায় আগুন ধরালে?  
কেনো ভেঙে দিলে কালো হাত?  
ওরা রক্ত খেকো  
দেখায় পদে পদে অজুহাত।  
বলো তুমি?  
চুপ কেনো?  
কেনো শুধু করো,  
আংন বলিদান  
তুমি তো মহীয়ান।।

Khaled Md Saifullah  
Faridpur Medical College, Faridpur  
Roll : 22  
Batch : f-29

## বৈষম্যের বিরুদ্ধে

বৈষম্যের বাঁধ ভেঙে, জেগেছে ছাত্রের দল,  
অধিকারের দাবিতে, উঠেছে তাদের বল।  
রাজপথে নেমে এসেছে, সাহসী কঢ়ের ঝড়,  
বঞ্চিতের অধিকার, ফিরিয়ে আনার জোর।

তাদের চোখে স্বপ্ন, সমতার এক নতুন তোর,  
বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে, গড়বে নতুন ঘর।  
শিক্ষার আলো ছড়িয়ে, জাগাবে নতুন আশা,  
বৈষম্যহীন সমাজ, হবে তাদের ভাষা।

তাদের সংগ্রাম, তাদের লড়াই,  
বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাদেরই জয়।  
নতুন দিনের সূচনা, তাদের হাতেই হবে,  
বৈষম্যহীন সমাজ, তাদের স্বপ্নে রবে।

Sadia Amin  
Northern University Bangladesh  
Department - CSE  
Semester-3rd

## Requiem For The Silenced

In the streets where dreams were born,  
Where knowledge soared on wings of morn,  
A shadow falls, a chilling breeze,  
As power quells the students' pleas.

For voices rise with justice's song,  
Against the cruel, against the wrong,  
Yet governments, with an iron fist,  
Crush hopes and dreams in mist and mist.

They march for rights, futures fair,  
For quotas just, for an equal share,  
Yet batons swing and bullets fly,  
Innocence beneath the sky.

Arrested youth in chains of fear,  
They cry for help, but no one to hear,  
In cells of silence, dreams are caged,  
A generation's hope is enraged.

Yet in the dark, their spirits blaze,  
A beacon in these troubled days,  
For tyranny can never quell,  
The fire in hearts where freedom dwells.

Rise, oh voices, loud and clear,  
Against the rule of dread and fear,  
For in your strength, the dawn will break,  
And justice's light will those who wake.

To those who fell, we raise our song,  
Your sacrifice, a beacon strong,  
For, in the end, the truth will stand,  
And freedom reigns throughout the land.

Shafi Islam Nabil  
Northern University Bangladesh  
Section:6A  
Department: CSE

## কোটা সংস্কার

জীবনে যার নেই কোনো ভয়  
সেই নাকি করে জয়,  
স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে গেলেই  
নেমে আসে পরাজয়।  
রাজাকার তুমি, রাজাকার আমি  
রাজাকার নাকি আমরা,  
স্বাধীন দেশের হয়েও বুঝি  
শুনতে হবে এই বার্তা।  
কোটা সংস্কার নিয়ে কতোসব  
হচ্ছে যে পঁজি-পাঁজা,  
কেউ দেখেনা আমার ভাইয়ের  
রক্ত যে গেল তাজা।  
সবুজ শ্যামল আমার দেশেতে  
রক্তের ছড়াছড়ি,  
কতো মায়ের বুক হল খালি  
নেই তার আহাজারি।  
পুলিশ নাকি বন্ধু আমার  
বন্ধু নাকি সবার,  
সেই বন্ধুই রক্ত দিয়ে  
গড়লো যে শত পাহাড়।  
কোটা সংস্কার, কোটা সংস্কার  
হবে কি তাদের জয়,  
জানিনা আর কত রক্ত দিলে  
হবে যে এই বিস্ময়।

Sumaia Meem  
Northern University Bangladesh  
Department - English  
Semester - Fall 2024

## “আমি এক অভ্যর্থনারের কথা বলছি”

আমি এক অসাধারণ প্রজন্মের কথা বলছি  
 এরা না চেনে ভয়, না চেনে বাঁধা  
 এরা চেনে শুধু দেশ, মা, আর নিজেদের অধিকার।

আমি এক অসাধারণ তারুণ্যের কথা বলছি  
 এরা না জানে মিথ্যা, না নোয়ায় মাথা  
 এরা সোপানে খায় বুলেট, হায়েনার অজস্র থাবা।

আমি এক অসাধারণ বিপ্লবের কথা বলছি  
 এখানে এক হয়েছিলো ছাত্র, জনতা, মা  
 আবু সাইদ বুক বাড়িয়ে খেয়েছিলো গুলি  
 মীর মুঞ্জরা বুলেট মাথায় রক্তান্ত করেছিলো কৃষ্ণচূড়া।

আমি এক অসাধারণ মেয়ের কথা বলছি  
 যাকে মুক্ত করে হাসপাতালের বেডে পৃথিবী ছেড়েছিলো তার মা  
 অনুরক্তির প্রবল দায়ে বাবাই হতে চেয়েছিলো সব  
 অর্থে একদিন বড় হয়ে সে জানবে তার বাবা চুরিশের যুদ্ধে শহীদ।

আমি এক দীপ্তিঘল প্রজন্মের কথা বলছি  
 যারা মানেনা কোনো আইন, মানেনা স্বৈরাচার  
 এরা জানে মুক্তির সোপান, বিজয়ের নেশা  
 এরা জানে পৃথিবী স্বাধীন, আমার দেশ আমার মা।

Naimur Rahman Ullash  
 Northern University Bangladesh  
 Department:CSE  
 Semester : 2nd

## স্বাধীনতা

কত পরিবারের লোকজন তার সন্তান হারলো  
 সরকার তবু কি তার মূল্য বুঝলো  
 তুমি না মুজিবের মেয়ে তাহলে  
 প্রিয়জন হারানোর বেদনা বুঝছো না কেন তাহলে  
 বুঝনা এদের আঠারো বছর বয়স  
 এদের আজ লড়াই করার বয়স  
 তোমাকে মানতেই হবে এদের দাবির পথ  
 তবেই আর রান্জিত হবে না রাজপথ  
 তুমি কি সেই চিৎকার শুনো নাই  
 রাজপথের হাজারা শিক্ষার্থীর  
 যারা তাদের অধীকারের জন্য লড়ছে  
 তুমি কি কান্নার আওয়াজ শুনো নাই  
 শহিদ সাইদ এর মায়ের কান্নার  
 তিনিও আজ তোমার বিরুদ্ধে লড়ছে  
 যতই তুমি রাখো পরাধীনতায়  
 তোমাকে দিতেই হবে এদের স্বাধীনতা।

Name :Mostari  
 Department :CSE  
 Section :3k

## শহীদের ত্যাগ

শহীদের ত্যাগে রাঙা, এই মাটি, এই আকাশ, তাদের রক্তে জাগ্রত  
হলো, নতুন দিনের আশ্বাস। তারা ছিল সাহসী, তারা ছিল অটল,  
তাদের ত্যাগে আমরা পেলাম, স্বাধীনতার আলো।

### স্বাধীনতা তোমাকে আনতে

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
শত ভাইবোনের লাশের বিনিময়ে।

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
শতমায়ের অশ্রুর বিনিময়ে।

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
নিরাপদ মানুষের আর্তনাদের বিনিময়ে।

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
শত মিছিলের বিনিময়ে।

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
অজস্র গোলাগুলির বিনিময়ে।

স্বাধীনতা তোমাকে আনতে হয়েছে  
নিরাপদ মানুষের জেলেথাকার বিনিময়ে।

Name :Mostari  
Department :CSE  
Section :3k

তাদের চোখে ছিল স্বপ্ন, বৈষম্যহীন এক সমাজ, তাদের ত্যাগে আমরা  
পেলাম, নতুন দিনের সাজ। তারা লড়েছিল নিভীক, তারা ছিল দৃঢ়  
প্রতিজ্ঞ, তাদের ত্যাগে আমরা পেলাম, স্বাধীনতার সঠিক দিশা।

তাদের রক্তে রাঙা, এই পথ, এই ধূলি, তাদের ত্যাগে জাগ্রত হলো,  
নতুন দিনের কুলি। তারা ছিল সাহসী, তারা ছিল অটল, তাদের ত্যাগে  
আমরা পেলাম, নতুন দিনের আলো।

তাদের স্মরণে আমরা আজ, একত্রিত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের ত্যাগে  
আমরা গড়বো, বৈষম্যহীন এক সমাজ। তাদের ত্যাগে আমরা পেলাম,  
স্বাধীনতার সঠিক দিশা, তাদের স্মরণে আমরা আজ, একত্রিত, দৃঢ়  
প্রতিজ্ঞ।

Sadia Amin  
Northern University Bangladesh  
Department - CSE  
Semester-3rd

## "২৪-এর হাহাকার"

আমি মেট্রোল নই।  
 কারণ আমার দেহে যে প্রাণ।  
 আমি ওভার ব্রিজও নই।  
 কারণ আমার আছে আত্মসম্মান।  
 আমি বিটিভি ভবন নই।  
 কারণ আমি বিবেকে তাড়নায় কাঁদি।  
 আমি টোলপ্লাজাও নই।  
 কারণ আমি ভাই-বোনের রক্ত দেখে হাহাকার করি।  
 আমি মেট্রো দেখে কাঁদি নি। কারণ আমার মনে যে আবেগ ভরা।  
 আমি টোলপ্লাজা নিয়ে ভাবি নি।  
 কারণ আমার ভাইয়ে গুলি খেয়ে রাজপথে পরা।  
 আমি বিটিভির বাস্মার ফলন দেখে খুশি হই নি।  
 কারণ আমি যে রাজপথে রক্ত দেখে ক্লান্ত।  
 আমি ওভার ব্রিজ পোড়ায় আপসোস করি নি।  
 কারণ আমি যে স্বজন হারানোর কথা ভেবে ব্যথিত।  
 আমি ডাটা সেন্টার জলে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি নি।  
 কারণ আমি রক্ত দেখেছি, কান্না দেখেছি, বীরের মতো মরতে দেখেছি তরুণ  
 অরুণ ভাইদের।  
 আমি হিসাব করিনি ঢাবির ক্ষতি র, নতুন আসবাব কেনার খরচের।  
 কারণ আমি রংন হারিয়েছি, ফিরবে না যা আর সহস্র অর্থের বিনিময়ে।  
 আমি তাজা প্রাণ আর তাজা রক্ত রাজপথে রাঙ্গা দেখেছি।  
 আমি শহীদ বীরের মৃত্যু, আর নিরীহের সব বাচার আকৃতি দেখেছি।  
 আমি অভিনয় আর মায়া কান্নার তফাং করতে শিখেছি।  
 তাইতো আমি মেট্রো হই নি, ওভার ব্রিজও হই নি।  
 কারণ আমি ছাত্রজনতা হয়ে জন্মেছি।

বি.দ্র..রিশি কাব্যের লেখার আঙিকে, তার সুরণে লেখা।

Name: Anjuman Shaik  
 Department: CSE  
 Session:2024-2025

## "অধিকার সে আবার কি?"

হাজার বছর সইতে থাকা যত অন্যায় অবিচার  
অধিকার সে আবার কি?

ক্লান্ত চোখ তবু প্রবল ইচ্ছা রাজপথে আসবার  
অধিকার সে আবার কি?

পিপাসার্দ দেহে লালিত স্বপ্ন কঙ্কিত স্বাধীনতার  
অধিকার সে আবার কি?

ভাই হারানো তবু অদম্য শক্তি রখে দাঁড়াবার  
অধিকার সে আবার কি?

রাজপথে রক্ত লাশের গন্ধে বিলীন হবার  
অধিকার সে আবার কি?

সন্তান হারা পিতা-মাতার নিরব আর্ত চিৎকার  
অধিকার সে আবার কি?

শকুনের চোখে তীব্র ভয় আর শিকল পরাধীনতার  
অধিকার সে আবার কি?

কাঞ্জী নজরুল রচিত বল বীর বল উন্নত মম শির

Ms. Nigar Sultana  
Adjunct Faculty  
Department of Physical Sciences, SETS  
Independent University, Dhaka.

**কে তুমি**

আমি সে....

যাকে পাওয়ার জন্য রক্ত দিয়েছে বীরেরা,  
জাগ্রত জাতি দিয়েছে পাহারা, ঐক্যবন্ধ হয়েছে জনতা।

যাকে পাওয়ার জন্য দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিল রাফি,  
বুক পেতে গুলি খেয়েছিল সাইদ।

শিকার হতে হয়েছিল নিষ্পাপ শিশুদের,  
শহীদ হতে হয়েছিল আমজনতাদের।

নরক যন্ত্রণা সহ্য করে এগিয়ে দিয়েছিলো তারা।  
শহীদের রক্তে রক্তান্ত হলো লাল সবুজের পতাকা।

ছাই সমাজ ত্যাগ করেছিল জীবনের মায়া,  
শত মারের অশ্রুতে ভরেছিল পাপের ঘড়া।

অবশেষে আধার কাটলো - ভোর হলো  
স্বেরাচারের নিপাত হলো।  
দরজায় কড়া নাড়লো.....

কে তুমি?????  
ওহে... আমি স্বাধীনতা।

সাবিহা আহসান মীম



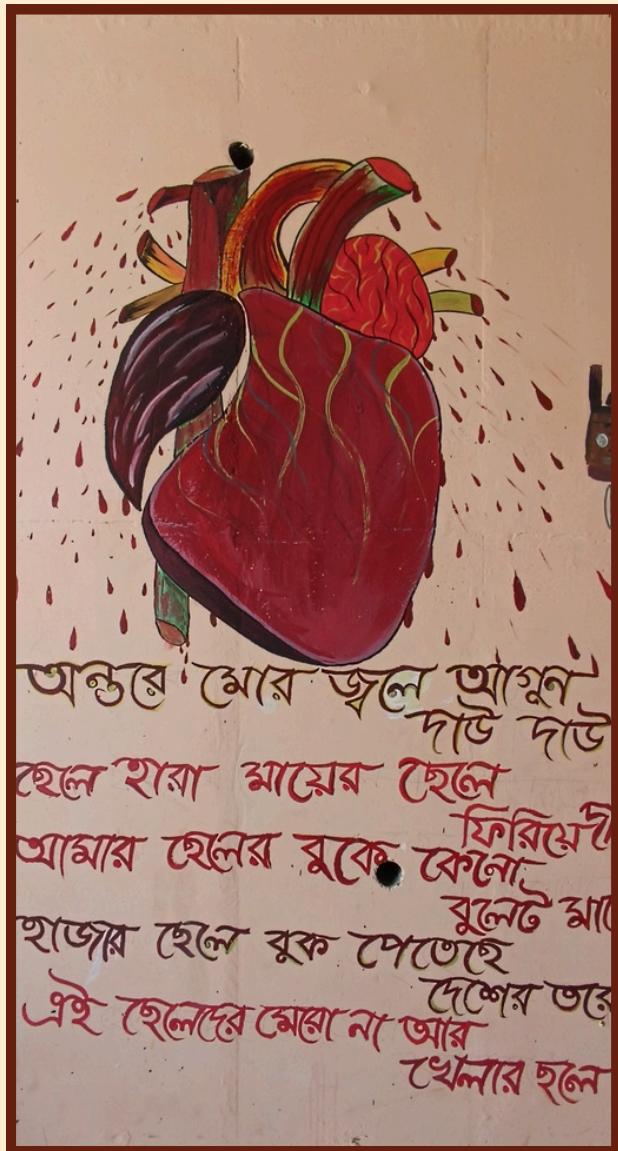
# ଖୁବି ପାଇଁ ଆମ୍



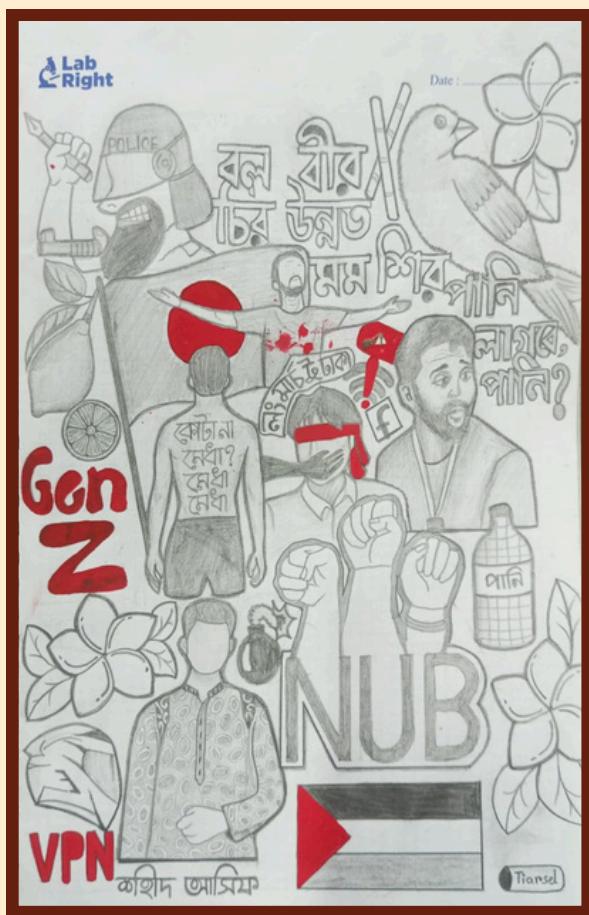
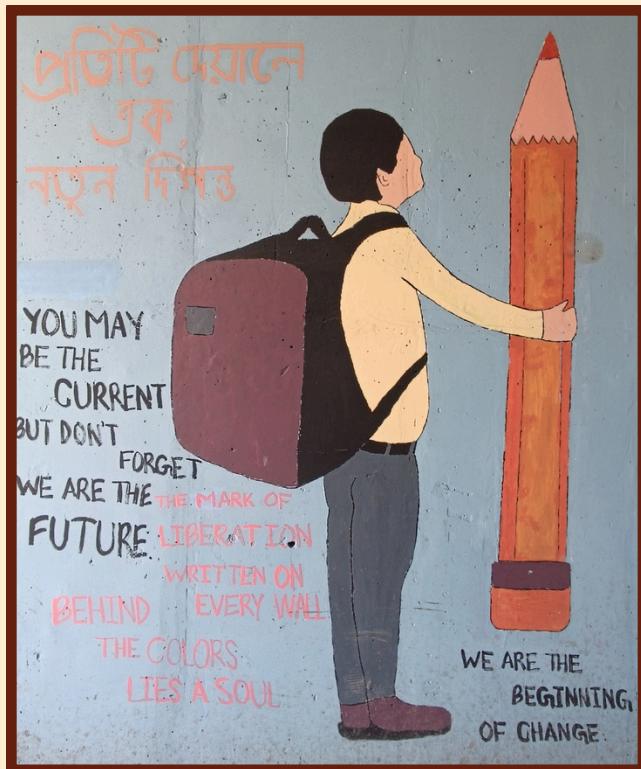












# ଆନଟିଲ ଏଣ୍ଡାର୍





# শহীদ আসিফ হাসান

ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ  
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

গত ২০ জুলাই ২০২৪ ইং রোজ শনিবার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ গুলি বিন্দু হই। একটি গুলি আমার ডান হাতে লাগে এবং হাত ছিদ্র হয়ে বের হয়ে জায়। আর একটি গুলি বাম বুকে লাগে। বুকের গুলি টি আল-সামি হাসপাতালে অপারেশনের মাধ্যমে বের করেন। আল্লাহর রহমতে এখন একটু সুস্থ। ডাক্তার বলেছেন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হতে তিন মাসের মত সময় লাগবে।

মো: আসসাদুজ্জামান নুর (বাঞ্ছি)  
 E-CSE

৪ তারিখ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দুপুর ১ টায় পুলিশ এর গনহামলায় আমার ডান হাতের হাড়িড ভেঙ্গে দিয়েছে। ৫ তারিখ আমার অপারেশন এর মাধ্যমে আমার ডান হাতের দুই হাড়িতে দুটো রড বসানো হয়েছে।

MD. Rayhan Hossen Fahim  
 CSE

১৮ তারিখে ছোড়াগুলির আঘাতে বাম পায়ে হাটুর নিচে মারাত্ক আঘাত হয়েছিলাম।  
 একই সময় বাম হাতের আঙুলে ও তালুতে এবং ডান হাতের একটা আঙুল পুনরায় আবার ১৯ তারিখে অসুস্থ শরীর নিয়ে আন্দোলনে গিয়ে পুলিশকে আক্রমণের মধ্যে আবার বুকের বা পাশে আঘাতে আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয়। আরোও কিছু ছেটখাটো আঘাত শরীরে বিদ্যমান ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ আছি।

Bulbul Hasan  
 E-CSE

আমি শুরু থেকেই ছিলাম, যেদিন প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নামে সেই দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত ছিলাম আমরা তো সামনেই ছিলাম হঠাতে পুলিশ এবং ছাত্রলীগের ছেলেরা আসে আমরা যখন দৌড় দেয়ই তখন মাথায় বাঁশ দিয়ে মাথায় মারে কয়েকটা রামদা দিয়ে কোপ দেয় হাতে এবং পিঠে লাগে কাটা ও যায় তার পর পা এ রড দিয়ে মারে হাঁটতে সোটগান টা দিয়ে মারে এখন ও পা এ ঠিক মতো হাঁটতে পারি না।

Md Ahsanur Zaman  
CSE

১৭, ১৮, ১৯ তারিখ আন্দোলনের মেইন পয়েন্ট যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে আবস্থান করছি NSU, আর AIUB studen der shte. ১৮ তারিখ ইট পরে গায়ে। ১-৫ তারিখ ফেনীতে আন্দোলনে ছিলাম। পুলিশের ভয়ে, বাড়ি ধাওয়ার সময় সব ছবি ডিলিট করে দিকিছু ভিডিও আছে।

Arman Hossain  
CSE

১৮ তারিখ সকাল ১১-১১:৩০ এর দিকে বিএনএস সেন্টারে অবস্থান রত অবস্থায় আমার গায়ে পুলিশ এর ৩টি গুলি লাগে। এবং আমার দুই বন্ধু আমাকে ক্ষয়ার বিন্দিৎ এর পাশের গালিতে আমার মাথায় পানি দেয় এবং এরপর সিএসই ২য় সেমিস্টার এর আবির হাসান রাস্তায় গেলে চোখে গুলিবিন্দু হয়। ওকে নিয়ে হাসপাতালে যাই এবং উত্তরা আধুনিক থেকে ঢাকা মেডিকেল পাঠানো হয় আমার তয় সেমিস্টার এর আরেক বন্ধু ফাহাদ এর মাধ্যমে।

Md. Abdullah Al Mamun  
CSE

১৮ তারিখ দুপুর ২:০০-২:৩০ এর দিকে বিএনএস সেন্টারে অবস্থান রত অবস্থায় পুলিশ তাদের গাড়ি নিয়ে যখন আমাদের ওপর উঠিয়ে দিতে আসে তখন আমরা পাল্টা ধাওয়া করতে গেলে তারা গুলি করা শুরু করে আসল গুলি রাবার গুলি সব আমার সাথে থাকা একটা ছেলের মাথায় আসল গুলি লাগে এবং আমি সহ আর তিন জন ওকে ওইখানে থেকে কুয়েত মৈত্রী হাস্পাতালে নিয়ে যাই। তারপর আবার যখন বিএনএস এ আসি তখন পুলিশ ধাওয়া দিলে আমরা ওইখানের কবর স্থান এ লুকাই। পুলিশরা টিয়ার শেল মারছিলো আমরা কোনো মতো ওইখানে ছিলাম। তিন জন মেয়ে ও ছিলো। তারপর আমরা কোনো মতে ওইখানে থেকে বাহির হয়ে সবাই আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

Rafsan Islam Shakib  
CSE

ভাঙ্গা গলা নিয়ে চিৎকার করা শুরু করলাম আপনারা আসুন আমরা জয় করব আমরা স্বাধীনতা চাই।  
 তৎপর ঘরে ধরে পুলিশদের। কোথা থেকে কে যেন একটা টিন নিয়ে আস সেটা দিয়ে গুলি ফিরাতাম  
 আমরা। পুলিশরা তাদের গলির ভিতরে ঢুকতে শুরু করল, আমরাও ভিতরে যেতে শুরু করলাম। আমার  
 গায়ে ছিটাবুলেট এসে লাগে, মাথায় লাগে। আমি তৎক্ষণিক দেখলাম আমার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে সাদা  
 জামাটার ডান দিক টা ভিজে গেছে। জানিনা তখন কোথা থেকে অলৌকিক এত শক্তি চলে এসেছিল।  
 আমরা সামনে জিতে লাগলাম দোকানের ফেন্স্টনগুলো হাতে নিলাম

A. Jabbar  
 CSE

১৮ তারিখ এ ১১ টায় আমরা ভার্সিটির একটি দল BNS উপস্থিত হই, যাবার পর থেকেই দেখি ছাইদের  
 দিকে পুলিশের টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ। একসময় তারা ছাইদের দিকে ছড়াগুলি ও মারতে  
 থাকে, আমরা তাদের দমানোর জন্য ইট-পাটকেল নিক্ষেক করতে থাকি, অন্যদের সাথে আমিও এক সময়  
 সামনের দিকে চলে যাই এবং পুলিশ বিভিন্ন বিভিন্ন দিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকে, তখন কিছু ছড়া গুলি  
 লাগে, তারমধ্যে ১ টা আমার ডান চোখের ভুরুতে লাগে, ১টা চোখের চশমায় লেগে চশমার ফ্লাস ফেটে  
 যায়, আর গুলা শরীরের বিভিন্ন যায়গা লাগে।

Iftekhar ahmed  
 CSE

মোট ৩২+- শট লাগে, সকাল ১১ টার পর বুকে একটা লাগে, ১২ টার পর মাথায় একটা লাগে। এরপর  
 বিকেল চারটায় ৩০+ পিলেট শট খাই পিঠে, মাথায়, কোমরে আর বাহুতে মাথায় ৫/৬ টা, পিঠে ২৩/২৪  
 টা বাহুতে ২ টা আর কোমরে রাবার বুলেট। এর মধ্যে শরীরে প্রায় ২০ টির মতো পিলেট রয়ে যায়।

MD Rayhan Wadud  
 CSE

এবং আরও অনেকে

বিঃদ্রঃ আমাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্য থেকে কয়েকজনের তথ্য এখানে দেয়া হলো, বাকি কারো তথ্য থাকলে  
 পরবর্তীতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদের তথ্য প্রকাশ করবো